সংঘর্ষে উত্তাল কঙ্গো, পাঁচদিনে নিহত ৭০০

সারে-জমিন

উপাচার্যের হস্তক্ষেপে আলিয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রত্যাহার

রূপসী বাংলা

দিল্লি দখলে নির্মলার আয়করের ব্রহ্মাস্ত্র

সম্পাদকীয়

সম্রাট হুমায়ুন নির্বাসিত হয়েও যিনি মুঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার

রবি-আসর

এত বড় ব্যবধানে আগে কখনো হারেনি শ্রীলঙ্কা

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
১৯ মাঘ ১৪৩১
৩ শাবান ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 32 ■ Daily APONZONE ■ 2 February 2025 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

নির্মলা সীতারমনের বাজেট পেশ, আয়করে ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় বাজেটে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা বিষয়ক বৃত্তিতে কোপ

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন শনিবার সংসদে ২০২৫-২৬ বর্ষের বাজেট পেশ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আয়করে ছাড়। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ ঘোষণা করেন, ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কারী ব্যক্তিদের কোনও আয়কর দিতে হবে না। উপরন্তু, নতুন ব্যবস্থায় করের স্ল্যাব কাঠামো সংশোধন করা হয়েছে, শূন্য করের স্ল্যাব ০-৩ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ০-৪ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে, এই বছরের কেন্দ্রীয় বাজেটে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রকের জন্য মোট ৩,৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা আগের আর্থিক বছরের বাজেট অনুমানের চেয়ে প্রায় ১৬৬ কোটি টাকা বেশি এবং ২০২৪-২৫ সালের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ১,৪৮১ কোটি টাকা বেশি। তবে, সংখ্যালঘুদের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হলেও আদৌ রিভাইসড বাজেটে কি দাঁড়াবে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে গিয়েছে। কারণ, ২০২৪-২৫ বর্ষে মূল বাজেটে সংখ্যালঘু খাতে ৩,১৮৩.২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হলেও, যদিও সংশোধিত বাজেটে কমে ১,৮৬৮.১৮ কোটি টাকা হয়। তাই এবারে সংখ্যালঘুদের নজর কাড়তে সংখ্যালঘু খাতে বেশি বরাদ্দের কথা বলা হলেও তা মগজ ধোলাই বলে অভিযোগ উঠছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যালঘু বরাদ্দের

বিভিন্ন খাত বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কীভাবে বিভিন্ন খাতে প্রকৃত পক্ষে বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হ্রাস পেয়েছে সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও স্কলারশিপ খাতে। এ ব্যাপারে ২০২৪-২৫ সালের রাজটের সঙ্গে এ বছরের বাজেটের তুলনা করা যেতে পারে। ২০২৪-২৫ বর্ষে কওমি ওয়াকফ বোর্ড তারাক্কিয়াতি স্কিম ও সাহারি ওয়াকফ সম্পতি বিকাশ যোজনায় বরাদ্দ করা হয়েছিল ১৬ কোটি টাকা। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে তা কমে হয়েছিল মাত্র ৩.-৭ কোটি টাকা। আর এ বাজেটে তা করা হয়েছে ১৩ কোটি। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ, পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপ ও মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপের ক্ষেত্রে। প্রাথমিক পড়ুয়াদের জন্য ২০২৪-২৫ বর্ষে প্রিম্যাট্রিক স্কলারশিপের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ৩২৬.১৬ কোটি টাকা। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ৯০ কোটি টাকা করা হয়। এবারের বাজেটে গতবারের মূল বাজেটের থেকে বারদ্দ কমিয়ে করা হয়েছে প্রায় অর্ধেক মাত্র ১৯৫.৭০ কোটি। একই ভাবে ২০২৪-২৫ বর্ষে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল ১১৪৫.৩৮ কোটি টাকা। এ নিয়ে সেসময় মোদি সরকারকে অনেকে তারিফ করেছিলেন। কিন্তু সংশোধিত বাজেটে তা অপ্রত্যাশিতভাবে কমিয়ে ৩৪৩.৯১ কোটি টাকা করা হয়। এবারের বাজেটে গত বছরের বাজেটের তুলনায় তিন গুণ কম বরাদ্দ করা হয়েছে পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপের যা সংশোধিত বরাদ্দের থেকে সামান্য বেশি মাত্র ৪১৩.৯৯ কোটি টাকা। সবচেয়ে করুণ অবস্থা কারগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সংখ্যালঘুদের জন্য মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপের ক্ষেত্রে। ২০২৪-২৫ বর্ষে মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপের জন্য ৩৩.৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ১৯.৪১ কোটি টাকা করা হয়। আর এ বছরের বাজেটে গত বারের বাজেটের তুলনায় পাঁচ গুণ কমানো হয়েছে। এমনকী সংশোধিত বাজেটের তুলনায় অর্ধেকেরও বেশি কমিয়ে করা হয়েছে মাত্র ৭.৩৪ কোটি টাকা। যেহেতু সংখ্যালঘু পড়ুয়ারা অর্থনৈতিক দুর্বল এবং সরকারি স্কলারশিপ তাদেরকে শিক্ষামুখী করতে উৎসাহ জোগাত, সেহেতু এই সব খাতে স্কলারশিপের বরাদ্দ কমানোয় সংখ্যালঘুদের স্কুল ছুটের সংখ্যা আরও কমতে পারে বলে আশঙ্কা করছে বিশেষজ্ঞ মহল। দেশের বহু সংখ্যালঘু পড়ুয়া উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি দিয়ে থাকেন। তাদের জন্য সরকারি স্কলারশিপ বড় সহায়। তারা শিক্ষা ঋণ নিলে ভরতুকি দেওয়া হত। এবার তাদের বরাদ্দেও ভালই কোপ পড়েছে। ২০২৪-২৫ বর্ষে বিদেশে পড়তে যাওয়ার জন্য শিক্ষা ঋণে ভরতুকির পরিমাণ ছিল ১৫.৩০ কোটি টাকা। এবারের বাজেটে তা কমিয়ে ৮.১৬ কোটি টাকা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণে গত বছরের বাজেট ছিল মাত্র ২ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে করা হয় এক লক্ষা টাকা। এবারের বাজেটে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে সেই এক লক্ষ টাকাই।

সোশ্যাল মিডিয়ায় মদীনাতুল হুজ্জাজে ‘মদের বোতলের’ ভিডিও ঘিরে চাঞ্চল্য

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের হজযাত্রীদের জন্য আশ্রয়স্থল ও অফিস হিসেবে নিউটাউনের মদিনাতুল হুজ্জাজ সমধিক পরিচিত। হজ মরশুমে হাজিদের সেখানে থাকার ব্যবস্থা করা হলেও বাকি সময় প্রশাসনের নির্দেশে অনেক সময় অন্য সরকারি কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সূত্রের খবর, এ বছর সল্টলেকের করুণাময়ীতে চলতি বইমেলায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বইমেলা ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। রাজ্য সরকারের নির্দেশে এই কটা দিন তাদের থাকার ব্যবস্থা করতে হয়েছে মদীনাতুল হুজ্জাজ কর্তাদের। হজ যাত্রী ব্যতিরেকে মদীনাতুল হুজ্জাজ প্রায়শ রাজ্য সরকারের অন্য কাজে এভাবে সহযোগিতা করে থাকে। কিন্তু এই পুলিশ কর্মীদের থাকাকালীন মদীনাতুল হুজ্জাজের ওজুখানা সংলগ্ন শৌচাগারে মদের বোতল ও আবর্জনার একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ‘আপনজন’। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ওই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মদীনাতুল হুজ্জাজের ওজুখানা সংলগ্ন শৌচাগারটি খুবই অপরিষ্কার। আর সেখানকার এক কোণে রয়েছে দুটি মদের বোতল সহ খালি জলের বোতল, খাবার প্লেট প্রভৃতি আবর্জনা। ওজু খানাও অপরিষ্কার। সেখানেও প্রস্রাব করে নোংরা করার চিত্রও ফুটে উঠেছে বলে দাবি। সাধারণত মদীনাতুল হুজ্জাজকে একটি পবিত্র ভবন

বলে মনে করে থাকেন রাজ্যের সংখ্যালঘুরা। কারণ, সেখানে হজযাত্রীদের থাকার জন্য খুবই সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে। সেই সঙ্গে পবিত্রতা রক্ষা করা হয়। মদীনাতুল হুজ্জাজে বরাবরই এই পবিত্রতা রক্ষা করার বিশেষ নির্দেশ থাকে বলে সূত্রের খবর। কিন্তু মদীনাতুল হুজ্জাজের শৌচাগারে পড়ে থাকা মদের বোতলের দৃশ্য ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারিত হওয়ার পর প্রশ্ন উঠছে, শৌচাগারের মধ্যে এই মদের বোতল এল কী করে? তাহলে কি মদীনাতুল হুজ্জাজের কর্তাদের কড়া নির্দেশ অমান্য করে এখানে রাতে মদের আসর বসানো হয়েছে বা মদ খেয়েছে? আঙুল উঠছে এখানে রাত্রে থাকা এক শ্রেণির পুলিশ কর্মীর দিকে। সূত্রের খবর, মদীনাতুল হুজ্জাজে যেসব পুলিশ কর্মীদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের মধ্যে বেশ কয়েক সচেতন পুলিশ কর্মীও আছেন। তারা তাদের ঘনিষ্ঠজনদের কাছে জানিয়েছেন, ওজুখানায় যখন হাত পো দুতে যানতখন দেখেন সেখানে প্রস্রাবে সয়লাব ও প্রস্রাবের বিকট গন্ধ। এরপর শৌচাগারে গিয়ে তাদের চোখে পড়ে মদের বোতল পড়ে থাকার দৃশ্য। তা দেখে তারা মর্মাহত হন। যদিও অনেকে বলছেন, মদীনাতুল হুজ্জাজের শৌচাগারের মধ্যে মদের বোতল পড়ে থাকা মানেই সেখানে কেউ মদ্যপান করেছে এমনটা নাও হতে পারে। বাইরে থেকে থেকে খালি মদের বোতল শৌচাগারে ফেলে মদীনাতুল হুজ্জাজের বদনাম করার চেষ্টাও হতে পারে। তবে নির্দিষ্ট প্রমাণ না মেলায় এ নিয়ে অসন্তোষের সৃষ্টি হলেও নির্দিষ্ট করে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠেনি। তাই এই ধরনের অভিযোগ উঠলেও কারও বিরুদ্ধে কোনও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া মুশকিল বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছে। যদিও একটি মহল থেকে দাবি তোলা হয়েছে, মদীনাতুল হুজ্জাজের সিসিটিভি দেখে শনাক্ত করা হোক কারা এই মদের বোতল নিয়ে ওজুখানা বা শৌচাগারে গেল। এ ব্যাপারে রাজ্য হজ কমিটির কার্যনির্বাহী আধিকারিক মুহাম্মদ নকি-র সঙ্গে ‘আপনজন’ যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে এ নিয়ে রাজ্যের মুসলিম বিশিষ্টজনদের নানা অভিমত তুলে ধরেছেন ‘আপনজন’ সাংবাদিক এম মেহেদী সানি।

খুবই সেনসিটিভ বিষয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে তবে কিছু মন্তব্য করতে পারব।

শফিক কাসেমি, নাখোদা মসজিদ

সরকার হজ ভবনকে ব্যবহার করতে চাইলে পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত।

আবদুল মাতিন, আহলে আলসুন্নত

পবিত্র কাজে ব্যবহার করার জায়গা অপবিত্র করা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক।

কামরুজ্জমান, পার্সোনাল ল বোর্ড

মুসলমানদের মনে এমন ধারণা তৈরি করা হচ্ছে তারা যেন অনুগ্রহের পাত্র।

পীরজাদা রুহুল আমীন, আইমা

এটা খুবই অন্যায় কাজ। এটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।

নুরুদ্দিন, জামায়আতে ইসলামি

এই ধরনের কাজ ভীষণ নিন্দনীয়। কর্তৃপক্ষের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

আলমগির হোসেন, আহলে হাদিস

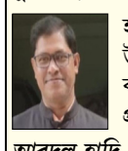

হজ ভবনে মদের উপস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। এর তীব্র প্রতিবাদ করছি।

আবদুল হাদি, সম্পাদক, পিস

পবিত্র স্থানে অপবিত্র কাজ সমর্থন যোগ্য নয়। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বাকিবিল্লাহ, ইমাম সংগঠন

রাজ্যে হাজিদের জন্য পবিত্র স্থান অন্য সরকারি কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়। সামাজিক থেকে শুরু করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে।

নওশাদ সিদ্দিকী, বিধায়ক

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

বাল্যবিবাহ রোধে উদ্যোগ পঞ্চায়েতের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর

আপনজন: বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে নয়া উদ্যোগ গ্রহণ করল স্বরূপনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রামচন্দ্রপুর উদয় গ্রাম পঞ্চায়েত। স্থানীয় একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদেরকে সাথে নিয়ে এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, ইমাম সাহেবদের সাথে কথা বলে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন প্রধান শফিকুল মন্ডল। সম্প্রতি রামচন্দ্রপুর উদয় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ইমাম পুরোহিত সহ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও নানান সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত এমন ১৬জন প্রতিনিধিকে মনোনয়ন করে প্রশাসনিক ভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে চাইল্ড প্রটেকশন কমিটি গঠন করা হয়। যে কমিটি আগামী দিনে গ্রাম সভা ভিত্তিক বুথস্তরে ভিলেজ চাইল্ড প্রোটেকশন কমিটি গঠন করে মানবসম্পদ রক্ষায় কাজ করবে বলে জানান প্রধান শফিকুল মন্ডল।

হাওড়া জেলা হাসপাতালে ‘মা ক্যান্টিন’

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: শনিবার সকালে হাওড়া জেলা হাসপাতাল প্রাঙ্গণে উদ্বোধন হলো ‘মা ক্যান্টিনে’র। হাওড়া পুরসভা পরিচালিত তৃতীয় এই মা ক্যান্টিনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়। উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার জেলাশাসক ড: পি দীপাপপ্রিয়া। সভাপতিত্ব করেন হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর প্রধান ডা: সুজয় চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন সৈকত চৌধুরী এবং দেবাংশু দাস সহ অন্যান্য সদস্য-সদস্যাবৃন্দ। এছাড়াও পুরসভার কমিশনার বন্দনা পোখরিয়াল, পুর সচিব মানস দাস, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: কিশলয় দত্ত, হাওড়া জেলা হাসপাতালের সুপার ডা: নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অরূপ রায় জানান, হাওড়া জেলা হাসপাতালে মা ক্যান্টিন চালু হাওয়ায় রোগীদের আত্মীয় স্বজনরা যারা হাসপাতালে তারা উপকৃত হবেন। মাত্র ৫ টাকার বিনিময়ে খাবার পাবেন এখান থেকে। এদিন এর পাশাপাশি পুরসভার কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় প্রাঙ্গণে পণ্যসামগ্রীর স্থায়ী প্রদর্শনী ও বিপণি ‘স্বাভিমান’ ও ফুডকোর্ট ‘রসনা’র শুভ দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

উপাচার্যের হস্তক্ষেপে আলিয়া শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিল আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা । হস্টেলের সীট বৃদ্ধি, দুর্নীতিমুক্ত ক্যাম্পাস সহ একাধিক দাবিতে গত ২৬ জানুয়ারি থেকে আলিয়ার নিউ টাউন ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে কিছু শিক্ষার্থী । আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবি খতিয়ে দেখেতে এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি গঠন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মনিটরিং কমিটির সঙ্গে একাধিক বার আলোচনা হয় শিক্ষার্থীদের । অবশেষে শুক্রবার দুপুরে আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন শিক্ষার্থীরা। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দাবিকে সংখ্যালঘু মহলের একাংশ স্বীকৃতি দিলেও শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে এবং আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যাপারে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়া উপাচার্যের সদর্থক ভূমিকাকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন সকলেই। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. রফিকুল ইসলাম ‘আপনজন’কে জানান, ‘অনশনরত শিক্ষার্থীদের

উপাচার্য ড. রফিকুল ইসলাম

দাবি খতিয়ে দেখতে এবং সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ছিল মেডিকেল টিমও। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের মনিটরিং টিম নিরন্তর যোগাযোগ রেখেছিল। পর্যায়ক্রমে উভয় পক্ষের আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করেছে। আমরা সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে পুরো বিষয়টি নিষ্পত্তি করেছি । যে বা যারা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার অভিযোগ তুলছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা শিক্ষার্থীদের প্রতি যত্নবান।

নবাবপুর হাই মাদ্রাসায় সাড়ম্বরে মিলাদুন্নবী

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন:শতবর্ষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী নবাবপুর হাই মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিক) প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল ১০৭তম বার্ষিক মিলাদুন্নবী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফাসিহুর রহমান সিদ্দিকী জানান, দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা কেরাত, গজল, আবৃত্তি, বক্তৃতা, কুইজ মোকালেমা, অংকন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে “বিজ্ঞান প্রদর্শনী” ও “স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রদর্শনী”-র আয়োজন করা হয়। মাদ্রাসার দেওয়াল পত্রিকা ‘পয়গম’ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি আরো জানালেন দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহু প্রশাসনিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাবিদ, জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন উচ্চ বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালন সমিতির সদস্য প্রমুখ। প্রথম দিন উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা সাওবান সিদ্দিকী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. আবদুল মাতিন প্রমুখ।
আবদুল মাতিন কুরআন হাদিসের আলোকে মহানবী হজরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আদর্শ মানুষ হতে হলে হজরত মুহাম্মদ সা.কে অনুসরণ করতে হবে।
দ্বিতীয় দিনে পীরজাদা উজায়ের সিদ্দিকীর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

নদীর চর কেটে মাটি পাচার, নৌকা বাজেয়াপ্ত করল ভূমি রাজস্ব দপ্তর

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: নদিয়া জেলার নবদ্বীপ সংলগ্ন প্রাচীন মায়াপুর এলাকায় ভাগীরথী নদীর চর কেটে বেআইনিভাবে মাটি পাচারের অভিযোগে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও নবদ্বীপ থানার যৌথ অভিযানে একটি মাটি বোঝাই নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার সকালে মায়াপুরের জগন্নাথ মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাটে অভিযান চালায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর এবং নবদ্বীপ থানার পুলিশ। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক সোমদীপ চক্রবর্তী। তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরেই খবর আসছিল যে মায়াপুর-নিদয়া অঞ্চলে ভাগীরথী নদীর চরের মাটি কেটে পাচার করা হচ্ছে। শনিবার সকালে সুনির্দিষ্ট

তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালিয়ে একটি মাটি বোঝাই নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে অভিযানের খবর পেয়ে অভিযুক্তরা আগেই পালিয়ে যায়, ফলে কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। নৌকা চালক এবং মাটি পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত শুরু করেছে প্রশাসন। অবৈধভাবে নদীর চর কেটে মাটি উত্তোলন পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে বলে জানান আধিকারিকরা। তারা আরও বলেন, এই ধরনের বেআইনি কর্মকাণ্ড রুখতে প্রশাসনের তরফে নিয়মিত নজরদারি চালানো হবে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ জানিয়ে আসছিলেন যে কিছু অসাধু ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে নদীর চর কেটে ট্রাক ও নৌকার মাধ্যমে মাটি পাচার করছে। এতে একদিকে যেমন পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি নদীর স্বাভাবিক প্রবাহও ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসনের এই অভিযানের ফলে মাটি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী।

কেন্দ্রীয় সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে ডোমকলে জনসভা

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বিজেপি সরকারের ওয়াকফ সংশোধনী বিল প্রত্যাহারের দাবিতে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে প্রতিবাদ।ওয়াকফ সম্পত্তির উপর বিজেপি সরকারের হস্তক্ষেপে মুসলিমদের ভিতরে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।মুসলীম নেতাদের অভিযোগ ওয়াকফ আইন সংশোধনের নামে বিজেপি সরকার ওয়াকফ এর সম্পত্তি কুক্ষিগত করতে চাইছে। শনিবার ডোমকল জনকল্যান ময়দানে ওয়াকফ সংরক্ষণ সমাবেশে বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় মুসলীম নেতাদের। মিল্লী ঐক্য পরিষদের ডাকে এদিনের সমাবেশে মানুষের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো সমাবেশে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগের সর্বভারতীয় সভাপতি মোঃ সোলায়মান, সম্ভাবনা মঞ্চের সভাপতি সমরেন্দ্র

ভট্টাচার্য,অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সাধারন সম্পাদক মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস,ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগের রাজ্য সভাপতি মুহাম্মদ সালাউদ্দিন ,, জামাতে ইসলামী হিন্দের রাজ্য সভাপতি মশিহুর রহমান,জমিয়তে আহলে হাদীসের ডোমকল ব্লক সম্পাদক মাওলানা আলী হোসেন, জামাতে ইসলামী হিন্দের জেলা সভাপতি শামসুল আলম সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগের সর্বভারতীয় সভাপতি মোঃ সোলায়মান বলেন ওয়াকফ সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ মানে শুধু মুসলিমদের সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ নয় এটি ভারতের সংবিধান ও গনতন্ত্রের উপর আক্রমণ ।ওয়াকফ সংশোধনী বিলের মাধ্যমে সরকার ওয়াকফ সম্পত্তি দখল করতে চাইছে বলে মন্তব্য করেন। কুম্ভ মেলায় নতুন সংবিধান গঠনের ঘোষণার নিন্দা জানান তিনি বলেন যারা বাবা সাহেব আম্বেদকরের সংবিধান বাদ দিয়ে নতুন সংবিধান তৈরি করার চেষ্টা করছে তারা দেশ বিরোধী। এরা সাধু নয় এদের বিরুদ্ধে মামলা হওয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করেন।মঞ্চের সকল বক্তা তাদের বক্তব্যর মধ্য বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে বলেন যদি ওয়াকফ বিল বাতিল না হয় তাহলে আমাদের রাস্তায় নেমে আন্দোল শুরু করতে হবে।আর ঘরে বসে থাকার সময় আর নেই আমাদের সম্পত্তিতে অন্য ধর্মের মানুষ হুকুমত করবে সেটা কোনো দিনই হতে দেওয়া হবে না বলেও এদিনের মঞ্চে থেকে হুংকার দেয় সকল বক্তা গণ ।এই ভাবে আবার মোড়ে ব্লকে গ্রামে গ্রামে সভা করে মানুষকে সচেতন করার বার্তা দেন এদিন।

বেআইনি বাড়ি ভাঙতে গিয়ে সমস্যা হলে মেয়রের দরজা সবসময় খোলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন:বেআইনি বাড়ি ভাঙতে গিয়ে যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে মেয়রের দরজা সবসময় খোলা আছে। ইঞ্জিনিয়ারদের আশ্বাস দিলেন মেয়র।কলকাতা পুরসভায় বিল্ডিং বিভাগকে নিয়ে শনিবার বিভাগীয় বৈঠক করেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।বৈঠকের শুরুতেই মেয়র দাবি করেন,গার্ডেনরিচ কাণ্ডের পর শহরে এই মুহূর্তে বেআইনি নির্মাণ শূন্য করতে পেরেছি।ইঞ্জিনিয়ারদের বিগত দিনে তিরস্কার করার পর শনিবার তাদের ভুয়সী প্রশংসা করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম । তিনি বলেন, আপনারা ভালো কাজ করছেন। তার ফলেই অনেকটা বেআইনি নির্মাণ আমরা আটকাতে পেরেছি।
এদিন মেয়র দাবি করেন, কলকাতার শহরে সমস্ত হেলা বাড়ি অবৈধ নয়। কলকাতা পুরসভাকে বদনাম করা হচ্ছে।আগামী দিনে যারা ভাল কাজ করবেন তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে বলে জানান মেয়র।বেআইনি বাড়ি ভাঙতে গিয়ে যদি কোন সমস্যা হয় তাহলে মেয়রের দরজা সবসময় খোলা আছে। ইঞ্জিনিয়ারদের আশ্বাস দিলেন মেয়র।
মেয়র বেআইনি নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেন, বোরো ৭ এবং বোরো ১৫তে বেআইনি নির্মাণের সমস্যাটা বেশি রয়েছে।বৈঠকে মেয়র বলেন, আমি একজন অভিভাবক হিসাবে নিশ্চয়ই আপনাদের বকাবকি করি। সমালোচনা করি। কিন্তু নিশ্চিত

ভাবে আপনারা ভালো কাজ করছেন ।এইভাবে পুরো ইঞ্জিনিয়ারদের মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করেন মেয়র ।
এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন , পুর কমিশনের ধাবল জৈন, ডিজে বিল্ডিং উজ্জ্বল সরকার, সমস্ত বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, এসিস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা।বেআইনি বাড়ি আটকাতে একটা মনিটারিং টিম তৈরি করা হচ্ছে। পুলিশের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। পৌর সভার সুনাম আপনারাই আনতে পারবেন। আমার পক্ষে এক হাতে সম্ভব নয়। আয়নার সামনে দাড়িয়ে যদি বলতে পারব যে আমি কাজ করেছি। তাহলে একটা গর্ব বোধ হয়। ২০১০ সালে যখন মেয়র নিয়ে কথা হচ্ছিল। তখন আমাকে অন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমার ধারণা ছিল যে বড় আকারে বেআইনি বা দুর্নীতি হয়। কিন্তু দু কাঠা জমির উপর বেআইনি হবে সেটা জানা ছিল না। আপনাদের যে রোস্টার করে দেওয়া হয়েছে। সেটা মেনে চলেন তাহলে দেখবেন কাজ খুব ভালো হচ্ছে। আপনারা নতুন প্রজন্মের যুবকরা। এই বয়েসে যদি কাজ করেন , তাহলে পুরসভার বদনাম ঘুচবে। হেলে পড়া বাড়ি মানেই বলা হচ্ছে বেআইনি বাড়ি ।কিন্তু সেটা নয়। যে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার সেই বুঝতে পারবে না। হেলে পড়ছে হেলে পড়ছে। কি ভাবে আমাদের পুরসভা কে বদনাম করা যায়। কি বলে আমাদের কিছু আসে যায় না। বেআইনি বাড়ি কোথায় হচ্ছে সেটা দেখবেন। কে কোথায় দরজা লাগিয়েছে। জালনা লাগাচ্ছে সেটা দেখবেন না। কোথায় বেআইনি করছে ফ্লোর করছে সেটা দেখবেন। আমার রাজ্য সরকারকে পাঠিয়েছি ৩কাঠার কম জমি নিয়ে অনুমোদন দেওয়ার জন্য। দুটি একটি জায়গায় একটু সেনসিটিভ আছে বোরো ৭ বোরো ১৫ আছে। আমি আপনাদের সমালোচনা করেছি তিরস্কার করেছি। কিন্তু আজ আপনাদের কে নিয়ে গর্ব করি। আমি বড় তাই একটু বোকা দিয়ে থাকি।

গয়নার দোকানে ঢুকে নাকছাবির গোছা চুরি!

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: ঘটনাটি গত মঙ্গলবার দুপুরের। সে দিন জেড্ডা মার্কেটে একটি সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে ঢোকেন এক দম্পতি। পুরনো গয়না বদল করে নতুন গয়না কেনার কথা বলেন তাঁরা। ক্রেতা সেজে গয়নার দোকানে ঢুকেছিলেন স্বামী-স্ত্রী। বিভিন্ন গয়না দেখছিলেন দু'জন। পুরনো গয়না বদলে নতুন গয়না গড়াবেন বলে একের পর এক গয়না দেখছিলেন। কিন্তু দোকানদার অন্যমনস্ক হতেই নাকছাবির একটি গোছা সরিয়ে ফেলেন ওই দম্পতি। অবশেষে সিসিসিটি ফুটেজ দেখে ‘সস্ত্রীক চোর’কে চিহ্নিত করেন দোকানের মালিক। ডাকা হয় পুলিশ। তার পরেই গ্রেফতার হয়েছেন দুই অভিযুক্ত। ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার কেওটা টায়ার বাগানের জেদ্দা মার্কেট এলাকায়। অভিযুক্তেরা মগরার বাসিন্দা।
পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনাটি গত মঙ্গলবার দুপুরের। সে দিন জেড্ডা মার্কেটে একটি সোনার দোকানে ক্রেতা সেজে ঢোকেন এক দম্পতি। পুরনো গয়না বদল করে নতুন গয়না কেনার কথা বলেন তাঁরা। নানা রকমের গয়না দেখছিলেন। দোকানদার একটু অন্য দিকে নজর দিতেই নাকছাবির একটি গোছা সরিয়ে ফেলেন তাঁরা। তার পরেই গয়না পছন্দ হয়নি বলে দোকান ছেড়ে

বেরিয়ে যান দম্পতি।
দোকানমালিক বিশ্বজিৎ বৈদ্যর দাবি, ওই দম্পতি দোকান থেকে চলে যাওয়ার পর গয়না গুছিয়ে রাখতে গিয়ে সোনার নাকছাবির গোছা পাননি তিনি। পরে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বুঝতে পারেন পুরো ব্যাপার। চুঁচুড়া থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন। তদন্তে নেমে মগরার গজঘণ্টা থেকে কার্তিক অধিকারী এবং মৌমিতা অধিকারী নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সম্পর্কে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। চুরি যাওয়া কিছু গয়না উদ্ধারও করা গিয়েছে। শনিবার চুঁচুড়া আদালতে হাজির করিয়ে দম্পতিকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন করে পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, সে দিন স্কুটার নিয়ে বেরিয়েছিলেন স্বামী-স্ত্রী। মোট তিনটি গয়নার দোকানে গয়না বদল করবেন বলে ঢুকেছিলেন তাঁরা। প্রত্যেকটি দোকান থেকে বেরিয়ে যান ‘পছন্দ হচ্ছে না’ বলে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এর আগেও কোনও চুরির অভিযোগ রয়েছে কি না, খোঁজ নিচ্ছে পুলিশ।

আদিবাসী এলাকায় দুয়ারে শিবির

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদার গাজোল ব্লকের শাহজাদপুর অঞ্চলের চাকদা পাড়া আদিবাসী এলাকায় শনিবার দুয়ারে সরকার শিবির পরিদর্শনে করলেন জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া। শিবিরে প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা নিতে সাধারণ মানুষ ভিড় করেন। তার পাশাপাশি গাজোল ব্লকের রানীগঞ্জ ২ নং অঞ্চলে দুয়ারে সরকার চলছিল, সেখানেও জেলা শাসক পরিদর্শন করেন।জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া সাথে ছিলেন, গাজোল থানার আইসি আশীষ কুন্ডু,গাজোলের সিডিপিও খোকন বৈদ্য,গাজোল জয়েন্ট বিডিও সুব্রত শ্যামল,জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের উপ অধিকর্তা সামন্ত লায়েক,বিপর্যয় মোকাবেলা বাহিনীর আধিকারিক সৌরভ দত্ত সহ অন্যান্যরা ।দুয়ারে সরকারের শিবিরে জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া ওই এলাকার মানুষের তাদের অভিযোগ দুঃখ আক্ষেপ শুনেন এছাড়াও চাকদা পাড়া আদিবাসী এলাকায় বিভিন্ন সমস্যা কথা তুলে ধরেন জেলা শাসকের সামনে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

দুয়ারে শিবির পরিদর্শনে বিডিও

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: শনিবার উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় ও হাটগাছা-১ ও হাটগাছা-২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের আয়োজনে দুয়ারে সরকার শিবির কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল। রাজ্য সরকারের প্রত্যেকটি প্রকল্পের সুবিধা যাতে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ওই অঞ্চলের বাসিন্দারা পান,তা নিশ্চিত করতে ঠায় দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে বসে থাকেন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক।সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখার পাশাপাশি সেখানে উপস্থিত উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা যায় বিডিও-কে।উল্লেখ্য, দুয়ারে সরকার ক্যাম্প থেকে স্বাস্থ্যসাথী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, খাদ্যসাথী, বার্ধক্য ভাতা, তফশিল বন্ধু সহ ৩৭টি নতুন প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করা বা কোনও পরিবর্তনের জন্য আবেদন গ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল।আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ০-৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য আধার কার্ডে উপচে পড়া ভিড় ছিল।এদিন বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,”দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে শিশুদের বিনামূল্যে আধার কার্ড করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যাঁরা এখনো কার্ড করতে পারেননি, তাঁরা আইসিডিএস সেন্টার,গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিসে যোগাযোগ করুন । আগামী সপ্তাহে পুনরায় বিনামূল্যে আধার কার্ডের ক্যাম্প করা হবে”।
হাটগাছা-১নং অঞ্চলের এদিনের এই কর্মসূচিতে বিডিও-র সঙ্গে ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য শেখ নুরসালাম,পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শুভ্রা দাস,হাটগাছা-১নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রসেনজিৎ দাস,সমাজসেবী শঙ্কর মহল। অন্যদিকে, হাটগাছা-২অঞ্চলে বিডিও-র সঙ্গে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রদীপ পাল সহ প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

সরস্বতী পূজো নিয়ে লোকপুর থানায় মিটিং

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: বীরভূম জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও লোকপুর থানার আয়োজনে স্থানীয় থানার সভাকক্ষে লোকপুর থানা এলাকায় সরস্বতী পূজা উপলক্ষে শান্তি কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। আলোচনা থেকে উঠে আসে যে,ডি জে বক্স না বাজানো,মদ্যপ অবস্থায় মন্দিরে না যাওয়া বা রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা না করা।কোনোরকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ থেকে বিরত থাকা সহ শান্তি বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চন্দ্রপুর সার্কেল ইন্সপেক্টর চয়ন ঘোষ,লোকপুর থানার ওসি পার্থ কুমার ঘোষ, এএস আই নয়ন ঘোষ, শিক্ষক সেখ জুলফিকার আলী, সমাজসেবী দীপক শীল, উজ্জ্বল দত্ত সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুনে যাবজ্জীবন সাজা

এহসানুল হক ● বসিরহাট

আপনজন: স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগে, স্বামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায় আরো এক বছর কারাদন্ডে দণ্ডিত করল বসিরহাট আদালত। অভিযুক্তের নাম জামশেদ আলী মন্ডল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়,আগামী ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের আট তারিখে বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটি এলাকার ঘটনাটি ঘটে। জামশেদ আলীর শালীর মেয়েকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করার ঘটনা জানতে পারায় স্ত্রী তাজমিরা বিবিকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছিল অভিযুক্ত জামশেদ আলী নিজে ।সুত্রে আরো খবর,ঘটনাটা হল-জামশেদ আলীর শালী মারা যায় । সেই কারণে শালির চার বছরের শিশু কন্যাকে মামারা মানুষ করছিল। সেই নাবালিকার যখন ৮ বছর বয়স হয় তখন ওই নাবালিকাকে জামসেদ আলী ও তার স্ত্রী তাজমিরা বিবি নিজেদের কাছে নিয়ে এসে মানুষ করতে থাকে। তারও চার বছর পর অর্থাৎ ওই নাবালিকার যখন ১২ বছর বয়স হয় তখন ওই নাবালিকা কন্যাকে দীর্ঘদিন ধরে ধর্ষণ করতো জামশেদ আলী , এমনকি জানাজানি হলে ওই নাবালিকাকে খুন করে দেওয়ারও হুমকি দিত জামশেদ আলী । এরপর একদিন অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছালে ওই নাবালিকা তার মাসি তাজমিরা বিবিকে পুরো ঘটনা খুলে বলে । পুরো ঘটনা শোনার পর তাজমিরা বিবি তার স্বামী অর্থাৎ ওই নাবালিকার মেসোমশাই জামশেদ আলীর সাথে এই ঘটনা নিয়ে অশান্তি করে। অশান্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছালে জামশেদ আলী তার স্ত্রী তাজমিরা বিবিকে শ্বাস রোদ করে খুন করে ।ঘটনার পর পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জামশেদ আলী। জামশেদ আলীর বিরুদ্ধে দুটো মামলা ঋজু হয় । নাবালিকা ধর্ষণ এবং স্ত্রীকে খুন ।এতদিন বসিরহাট আদালতে দুটো কেসের বিচার চলছিল । একদিকে নাবালিকা ধর্ষণের জন্য পকশো কেস চলছে তার বিরুদ্ধে । অন্যদিকে স্ত্রীকে খুন করার জন্য যে মামলাটি হয়েছিল সেই মামলায় শনিবার আদালতের বিচারক জামসেদকে দোষী সাব্যস্ত করে ।সাজা হিসাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং দশ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো এক বছরের কারাদন্ডে দণ্ডিত করল বসিরহাট মহাকুম আদালত । এদিন সরকারি আইনজীবী গোলাম মোস্তফা জানান, কয়েক বছর আগে এই ঘটনাটি ঘটেছিল তার স্ত্রীকে তিনি খুন করেছিলেন। সেই অপরাধে শুক্রবার বিচারক দোষী সাব্যস্ত করে। আজ শনিবার তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দণ্ডিত করে।

প্রথম নজর

রমজানে মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদে তারাবি নামাজ পড়াবেন ৭ ইমাম

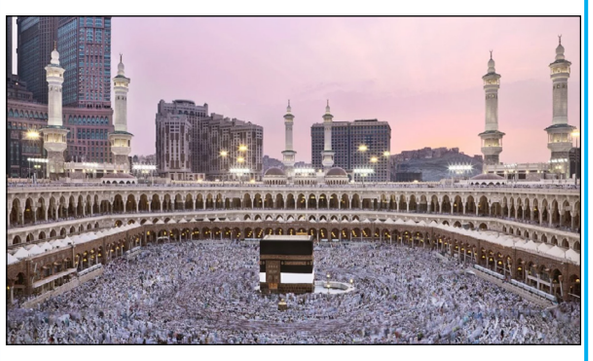

আপনজন ডেস্ক: ২০২৫ সালের ১ মার্চ থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ অবস্থায় মক্কার মসজিদুল হারাম বা গ্র্যান্ড মসজিদে তারাবি নামাজের জন্য সাতজন ইমামকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মসজিদের জেনারেল প্রেসিডেন্সি ঘোষিত ৭ ইমাম হলেন: শেখ আবদুর রহমান আস সুদাইস, শাইখ মাহের আল মুয়াইকলি, শেখ আবদুল্লাহ জুহানী, শেখ বন্দর বালিলাহ, শেখ ইয়াসির দৌসারি, শেখ বদর আল তুর্কি এবং শেখ ওয়ালিদ আল শামসান। জেনারেল প্রেসিডেন্সি জানিয়েছে, খুব শিগগিরই রমজানের তারাবির পূর্ণাঙ্গ সময়সূচি প্রকাশ করা হবে।
বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা এই মহিমান্বিত মাসে তারাবির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, আর দুই পবিত্র মসজিদে তা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন মসজিদের পাশাপাশি মক্কা গ্র্যান্ড মসজিদ এবং মদিনার মসজিদে নববীতে রমজান বা তারাবির বিশেষ নামাজ আদায় করা হয়। এগুলো বিশ্বব্যাপী সরাসরি সম্প্রচারও করা হয়।
যেহেতু সারা বিশ্ব থেকে লাখ লাখ মুসলমান পুরো পবিত্র মাসে ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরবে যান, তাই এই দুই মসজিদে তারাবিহ পরিচালনার জন্য ইমাম নিয়োগের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।
সৌদি আরবের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, এই নামাজ বাধ্যতামূলক নয়, তবে এটি তাহাজ্জুদের সমতুল্য বিশেষ রাতের নামাজ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাহাজ্জুদের নির্ধারিত সময়ের কয়েক ঘণ্টা আগে জামাতে তারাবির নামাজ আদায় করতেন।

মুক্তি পাচ্ছেন আরো তিন ইসরায়েলি জিম্মি ও ১৮৩ ফিলিস্তিনি

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতির শর্ত অনুযায়ী এবার আরও তিন জিম্মিকে মুক্তি দিচ্ছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। শনিবার তাদের মুক্তি দেওয়া হবে। এর বিনিময়ে ইসরায়েলে বন্দি ১৮৩ ফিলিস্তিনি মুক্তি পাবেন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও আল জাজিরার খবরে বলা হয়, হামাসের সামরিক শাখার মুখপাত্র আবু ওবেইদা তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে এক পোস্টে এই ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি জানান, মুক্তি পেতে যাওয়া তিন জিম্মি হচ্ছেন ইয়ার্ডেন বাইবাস, কিথ সিইগেল এবং ওফের কালডেরন।
ইসরায়েলি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তিন বন্দির পরিবারকে অবহিত করা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার তিন ইসরাইলি ও পাঁচ থাই নাগরিককে মুক্তি দিয়েছে হামাস। বিনিময়ে ১১০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিয়েছে ইসরাইল।
এর আগে দুই দফায় সাত জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস।
গত ১৯ জানুয়ারি গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়। এরপরই উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনিরা তাদের বাড়িতে ফিরতে শুরু করেছেন।
যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুযায়ী, প্রথম ছয় সপ্তাহের ধাপে হামাস ৩৩ জন নারী, শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ ও আহত বন্দিকে মুক্তি দেবে, যেখানে প্রতি বেসামরিক জিম্মির জন্য ইসরাইল ৩০ জন বন্দি এবং প্রতি সেনার জন্য ৫০ জন বন্দি মুক্তি দেবে। ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপ কার্যকর হওয়ার কথা। এই ধাপে অবশিষ্ট সমস্ত জিম্মির মুক্তির বিনিময়ে ইসরাইলি কারাগারে থাকা আরও ফিলিস্তিনিদের ছেড়ে দেয়া হবে। পাশাপাশি ইসরাইলি সেনা সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করে টেকসই শান্তি নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

সংঘর্ষে উত্তাল কঙ্গো, পাঁচদিনে নিহত ৭০০

আপনজন ডেস্ক: মধ্য আফ্রিকার দেশ গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় শহর গোমায় বিদ্রোহী ও সরকারি বাহিনীর তীব্র লড়াই চলছে। গত রোববার থেকে শুরু হওয়া সংঘর্ষে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অন্তত ৭০০ জন নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। খবর বিবিসির।
জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টেফেন দুজারিক বলেছেন, রুয়ান্ডা সমর্থিত এম২৩ বিদ্রোহীরা নর্থ কিভু প্রদেশের রাজধানীটি দখল করে নেওয়ার সময় আহত হয়েছেন আরও দুই হাজার ৮০০ জন।
বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিদ্রোহীরা এখন দক্ষিণে সাউথ কিভুর রাজধানী বুকাভুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে।
১৯৯০ এর দশক থেকেই দেশটির পূর্বাঞ্চল ঘিরে সংঘাত-সংঘর্ষ চলে আসছে। তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এটি চরম আকার ধারণ করেছে।
তুতসি সম্প্রদায়ের সদস্যদের দিয়ে গঠিত মার্চ টোয়েন্টিথ্রি মুভমেন্ট বা এম২৩ জানিয়েছে, তারা সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়ছে। তবে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের সরকার বলছে, রুয়ান্ডা সমর্থিত এই বিদ্রোহীরা মুখে যা-ই বলুক তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে খনিজ সমৃদ্ধ পূর্বাঞ্চল দখল করা।
দুজারিক আশঙ্কা করছেন, নিহতের এই সংখ্যা সামনের দিনগুলোতে অনেক বাড়বে।
ফ্রান্সভিত্তিক একটি বার্তা সংস্থা জানিয়েছে, এম২৩ এর অগ্রগতি থামানোর লক্ষ্যে কঙ্গোর সামরিক বাহিনী গোমা ও বুকাভুর মাঝে অবস্থান নিয়েছে। বুকাভুর প্রতিরক্ষায় শত শত বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবককেও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
সাউথ কিভুর গভর্নর জান-জাক পুরুসি সাদিকি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, সরকারি বাহিনী ও তার মিত্ররা বিদ্রোহীদের অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রেখেছে।
তার এ দাবি স্বতন্ত্রভাবে যাচাই করে দেখতে পারেনি রয়টার্স। কঙ্গোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী তেরেজ কায়িকোয়াম্বা ভাগনার বিবিসিকে বলেছেন, রুয়ান্ডা অবৈধভাবে কঙ্গো দখল করছে এবং এর সরকার বদলানোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

মানুষের মতো অধিকার পেল নিউজিল্যান্ডের পর্বত

আপনজন ডেস্ক: বহু বছরের আলোচনার পর নিউজিল্যান্ড পেয়েছে এমন এক আইন, যাতে একটি পর্বতকে একজন মানুষের মতোই আইনি অধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মানে থারানাকি মাউঙ্গা (মাউন্ট থারানাকি) নিজের মালিকানা কার্যকরভাবে পাবে। এটি পরিচালনায় স্থানীয় উপজাতি, ইউয়ি এবং সরকারের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে কাজ করবে।
উপনিবেশ আমলে থারানাকি অঞ্চলে ভূমি বাজেয়াপ্তের মতো যে ব্যাপক অবিচারের শিকার হন মাওরিরা, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া এই আইনের লক্ষ্য । আলোচনার জন্য সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী পল গোল্ডস্মিথ বলেছেন, অতীতের ভুলের কারণে যে বেদনা রয়ে গেছে তা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, যাতে ইউয়িদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করে তাদের ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমরা সহায়তা করতে পারি ।
জীবন্ত সত্তা ঘোষণার থারানাকি মাউঙ্গা কালেক্টিভ রিড্রেস বিলটি বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে পাস হয়। তাতে পর্বতটি একটি আইনি নাম পেয়েছে এবং এর আশপাশের চূড়া ও জমিকে দেওয়া হয়েছে সুরক্ষা । পর্বত, পূর্বপুরুষ, জীবিত প্রাণীসহ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে মাওরি বিশ্বদর্শন রয়েছে, সেটির স্বীকৃতি মিলেছে বিলটি পাশের মধ্য দিয়ে । রাজনৈতিক দল থে পাথি মাওরি (মাওরি পার্টি)-এর সহ-নেতা ডেবি নারওয়ে-প্যাকা বলেন, আজ, থারানাকি, আমাদের মাউঙ্গা (পর্বত), আমাদের মাউঙ্গা টুপুনা (পূর্বপুরুষের পর্বত) মুক্তি পেয়েছে অবিচার, অজ্ঞতা ও ঘৃণার শৃঙ্খল থেকে। নারওয়ে-প্যাকা নিউজিল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে আট জন থারানাকি ইউয়িদের মধ্যে এক জন, যার কাছে পর্বতটি পবিত্র । ঐ এলাকার আরো শত শত মাওরি নাগরিক বৃহস্পতিবার পার্লামেন্টে উপস্থিত হয়েছিলেন বিলটির আইনি রূপান্তর দেখতে । পর্বতটি আর আনুষ্ঠানিকভাবে ‘এগমন্ট’ নামে পরিচিত হবে না, যে নামটি ১৮ শতকে দিয়েছিলেন ব্রিটিশ পরিব্রাজক জেমস কুক । এখন এটি ‘থারানাকি মাউঙ্গা’ নামে পরিচিত হবে, আর চারপাশ ঘিরে থাকা জাতীয় উদ্যানটিও পাবে মাওরি নাম। থারানাকি ইউয়ি থেকে আসা আইশা ক্যাম্পবেল ওয়ান নিউজকে বলেন, এই ইভেন্টে থাকা তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং যে পর্বতটি যা আমাদের সংযুক্ত করে এবং যা মানুষ হিসেবে আমাদের একসঙ্গে মিলিত করে । যে চুক্তির মাধ্যমে নিউজিল্যান্ড একটি দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং আদিবাসী জমি ও সম্পদের নির্দিষ্ট অধিকার পেয়েছিল; সেই ওয়েটাঙ্গি চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য ক্ষতিপূরণের সবশেষ প্রয়াস হচ্ছে থারানাকি মাউঙ্গা বন্দোবস্ত। ১৮৬০-এর দশকে থারানাকি পর্বত এবং স্থানীয় মাওরিদের কাছ থেকে ১০ লক্ষাধিক একর জমি বাজেয়াপ্তের ঘটনায় সরকারের তরফে ক্ষমা প্রার্থনার অংশ হিসেবেও দেখা হচ্ছে এই বন্দোবস্তকে । পল গোল্ডস্মিথ স্বীকার করেছেন যে, চুক্তি লঙ্ঘনের অর্থ হলো হোয়ানু (বৃহত্তর পরিবার), হাপু (উপ-উপজাতি) এবং থারানাকির ইউয়ির ব্যাপক পরিসরের ক্ষতি; যা বহু দশক ধরে অপূরণীয় হয়ে দাঁড়ায়।
তিনি এও বলেন, পর্বতটিতে প্রবেশাধিকার আর পরিবর্তন হবে না এবং নিউজিল্যান্ডের সব বাসিন্দা এই জায়গাটি পরিদর্শন করতে পারবে এবং আগামী প্রজন্ম সবচেয়ে দুর্দান্ত এ জায়গাটি উপভোগ করতে পারবে। নিউজিল্যান্ডে এর আগেও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জীবন্ত সত্তার স্বীকৃতি পাওয়ার নজির রয়েছে। ২০১৪ সালে উরেওয়েরা বন প্রথম এই জাতীয় মর্যাদা অর্জন পায়, তারপরে ২০১৭ সালে এমন স্বীকৃতি পায় হোয়াংগানুই নদী ।

ট্রাম্পের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রাফাহ সীমান্তে মিশরীয়দের বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: গাজার ফিলিস্তিনিদের অন্য দেশে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে ট্রাম্পের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রাফাহ সীমান্ত ক্রসিংয়ে বিক্ষোভ করেছে হাজার হাজার মিশরীয়। প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ট্রাম্পের ধারণা প্রত্যাখ্যান করার পর রাষ্ট্র অনুমোদিত বিরল এই প্রতিবাদের আয়োজন করা হলো।
আনাদোলু এজেন্সির এক সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ২৫ জানুয়ারি ট্রাম্প গাজা উপত্যকা খালি করার এবং জর্ডান ও মিশরে ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসনের প্রস্তাব দেওয়ার পর রাফাহ সীমান্তে এটিই প্রথম সমাবেশ।
বিক্ষোভকারীদের বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়। তারা মিশর ও ফিলিস্তিনি পতাকা নাড়েন।
সিনাইয়ের বাসিন্দা গাজি সাঈদ বলেন, সিনাই দ্বীপে মিসরের ক্ষতি করে ফিলিস্তিন বা গাজার কোনো বাস্তুচ্যুতিকে আমরা ‘না’ বলেছি।
ট্রাম্প সম্প্রতি বলেছিলেন, মিশর এবং জর্ডানের উচিত গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের গ্রহণ করা। ১৫ মাস ধরে ইসরায়েলি বোমা হামলার পরে তিনি গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন।
এরপর মিশরের প্রেসিডেন্ট সিসি ঘোষণা করেন, তার দেশ ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতিতে অংশ নেবে না। এটি অবিচার, যা মিশর সহ্য করতে পারে না। তবে তিনি দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের প্রতি তার দেশের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
জর্ডান, ইরাক, ফ্রান্স এবং জার্মানিসহ অনেক দেশের পাশাপাশি লীগ অফ আরব স্টেটস, ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা এবং জাতিসংঘের মতো সংস্থাগুলো পুনর্বাসন পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করেছে।
২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ৪৭ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। এছাড়া ১ লাখ ১১ হাজারেরও বেশি আহত হয়েছে। দীর্ঘ যুদ্ধের পর ১৯ জানুয়ারি গাজায় একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকর হয়েছে। ইসরায়েলি আক্রমণে ১১ হাজারেরও বেশি মানুষ নিখোঁজ রয়েছে।

লস অ্যাঞ্জেলেসের ইটনের দাবানল শতভাগ নিয়ন্ত্রণে

আপনজন ডেস্ক: লস অ্যাঞ্জেলেসের ইতিহাসে এত ধ্বংসাত্মক দাবানল আগে দেখা যায়নি। যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ আগুন। পুড়ে যায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী শহর সান্তা মনিকা ও মালিবুর মতো সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা। এ ছাড়াও আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্যাসাডেনার আশপাশের উপশহর এবং সান ফার্নান্দো উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে। এদিকে অবশেষে লস অ্যাঞ্জেলেসের পূর্বে ১৪ হাজার একর (৫৭ বর্গকিলোমিটার) এরও বেশি জমিতে ছড়িয়ে পড়া ইটন শহরের আগুন শতভাগ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গতকাল শুক্রবার দমকল কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, লস অ্যাঞ্জেলেসের উভয় পাশে দুটি ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ার তিন সপ্তাহেরও বেশি সময় পরে এই অর্জন একটি মাইলফলক।
ক্যালিফোর্নিয়ার বন ও অগ্নি সুরক্ষা বিভাগ (ক্যাল ফায়ার) জানিয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের পশ্চিম দিকে ২৩ হাজার ৪৪৮ একরজুড়ে (৯৫ বর্গকিলোমিটার) বৃহত্তর প্যালিসেডস এলাকার আগুনও এখন শতভাগ নিয়ন্ত্রণে এসেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে সংলগ্ন ‘প্যালিসেডস ফায়ার’ দাবানলটি আকারে সবচেয়ে বড় (মূলত স্থানগুলোর নামানুসারেই চিহ্নিত করা হচ্ছে দাবানলগুলোকে)।
লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক এ দুর্যোগে ২৮ জন নিহত এবং ১৬ হাজারের বেশি কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস কাউন্টির কর্মকর্তাদের মতে, এক পর্যায়ে ১ লাখ ৮০ হাজার মানুষকে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বেসরকারি পূর্বাভাসকারী অ্যাকুওয়েদার এ দাবানলে ২৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পূর্বাভাস দিয়েছে। আগুন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা আগুনের পরিধির কত শতাংশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছেন তা পরিমাপ করে। তবে আগুনের অভ্যন্তরের কিছু অংশ এখনও জ্বলতে পারে। গত সপ্তাহে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় দীর্ঘ সময় ধরে বৃষ্টিপাত অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সাহায্য করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

পাকিস্তানে নিরাপত্তা বাহিনীর ১৮ সদস্য ও ২৩ সন্ত্রাসী নিহত

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের কালাত জেলায় পৃথক অভিযানে ২৩ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে। এর আগে শুক্রবার রাতে মাঙ্গোচর শহরে অভিযানের সময় সন্ত্রাসীরা রাস্তা অবরোধের চেষ্টা করলে আধাসামরিক বাহিনী ফ্রন্টিয়ার কর্পসের (এফসি) ১৮ সদস্য নিহত হন। দেশটির আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) শনিবার এ তথ্য জানিয়েছে।
আইএসপিআরের মতে, শত্রু শক্তির ইন্ধনে চালানো এই কাপুরুষোচিত সন্ত্রাসী হামলার উদ্দেশ্য ছিল প্রদেশের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিঘ্নিত করা এবং মূলত নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা।
হামলার পর নিরাপত্তা বাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংস্থাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে মোতায়েন হয় এবং সন্ত্রাসীদের এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়।
প্রথমে অভিযানে ১২ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়, যা স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে বলে জানানো হয়। তবে পাশাপাশি আইএসপিআর জানায়, এই অভিযানের সময় ‘দেশের ১৮ সাহসী সন্তান বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে’ নিহত হয়েছেন। এরপর শনিবার হরনাই জেলায় পরবর্তী অভিযানে আরো ১১ জন সন্ত্রাসীকে গুলি করে হত্যা করা হয়।
ফলে নিহত সন্ত্রাসীদের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩-এ।
এই কাপুরুষোচিত হামলার পরিকল্পনাকারী ও সহযোগীদের বিচারের আওতায় না আনা পর্যন্ত অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে আইএসপিআর জানিয়েছে।
পাশাপাশি তারা বলেছে, ‘নিরাপত্তা বাহিনী বেলুচিস্তানের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতি ব্যাহত করার প্রচেষ্টা রুখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের সাহসী সেনাদের এই আত্মত্যাগ আমাদের সংকল্প আরো দৃঢ় করেছে।’
এদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি নিরাপত্তা বাহিনীর ১৮ সদস্যের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, তিনি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এবং তাদের উচ্চ মর্যাদার জন্য প্রার্থনা করেছেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলোর ধৈর্য ধারণের জন্য প্রার্থনা করেছেন।
এই ঘটনা এমন এক সময় ঘটল, যখন এর আগের দিন খাইবারপাখতুনখোয়া প্রদেশে পাঁচটি আলাদা অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী ১০ জন সন্ত্রাসীকে হত্যা করেছে বলে শুক্রবার আইএসপিআর জানায়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩০মি.

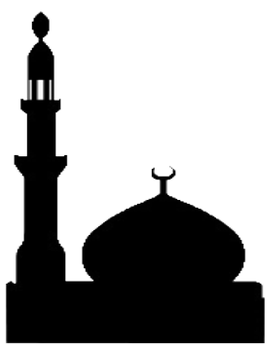

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫২	৬.১৫
যোহর	১১.৫৫	
আসর	৩.৪৯	
মাগরিব	৫.৩০	
এশা	৬.৪২	
তাহাজ্জুদ	১১.১১	

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও প্লেন বিধ্বস্ত

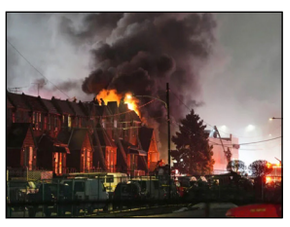

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে আবারও প্লেন বিধ্বস্ত হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উত্তর-পূর্ব ফিলাডেলফিয়ায় রুজভেল্ট বুলেভার্ড এবং কটম্যান অ্যাভিনিউয়ের কাছে এই বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিধ্বস্ত হয়ে বিমানটি কয়েকটি বাড়ির উপরে পড়েছে। এতে সেখানকার বাড়িঘর ও যানবাহনে আগুন ধরে গেছে। নিচে থাকা বেশ কয়েক জন মানুষের আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

তাইওয়ানের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ডিপসিক ব্যবহার নিষিদ্ধ

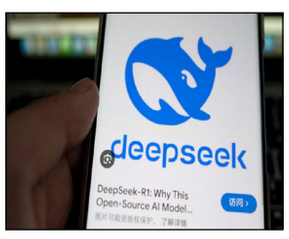

আপনজন ডেস্ক: চীনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স চ্যাটবট ডিপসিক ব্যবহারে তাইওয়ানের সরকারি কর্মচারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নিরাপত্তার কারণে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তাইওয়ানের ডিজিটালবিষয়ক মন্ত্রণালয় শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি) বলেছে, চীনা পণ্য (সেবা) জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়া, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া এবং ইটালিও এই চীনা এআই চ্যাটবটের ডাটা অনুশীলন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।
তাইওয়ানের ডিজিটালবিষয়ক মন্ত্রণালয় শুক্রবার বলেছে, ‘সব সরকারি সংস্থা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ডিপসিক ব্যবহার করা উচিত নয়, কারণ এটি ‘জাতীয় তথ্য সুরক্ষাকে বিপন্ন করতে পারে।’
মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে আরো বলেছে, ‘ডিপসিক এআই পরিষেবা একটি চীনা পণ্য। এর কার্যক্রমে আন্ত সীমান্ত তথ্য ফাঁস এবং অন্যান্য তথ্যে সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে।’ উল্লেখ্য, তাইওয়ান তাদের আলাদা রাষ্ট্র মনে করলেও চীন তাইওয়ানকে নিজের ভূখণ্ডের অংশ মনে করে।

আজ থেকেই কানাডা, মেক্সিকো ও চীনের ওপর শুল্ক আরোপ

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজ শনিবার থেকেই মেক্সিকো ও কানাডার ওপর ২৫ শতাংশ এবং চীনের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন। হোয়াইট হাউজের বরাত দিয়ে শনিবার এই তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।
যদিও ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন– কানাডার তেলের ওপর দশ শতাংশের কম শুল্ক আরোপ করা হবে, যা ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হবে। একই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা করছেন তিনি, কারণ সংস্থাটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভালো আচরণ করেনি।
হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লিয়াভিট বলেছেন, অবৈধ ফেন্টালিন (এক ধরনের মাদক) যুক্তরাষ্ট্রে বাজারজাতকরণের জবাবে কানাডা ও মেক্সিকোর ওপর শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। এটি (ফেন্টালিন) লাখ লাখ আমেরিকানকে হত্যা করেছে।
শুক্রবার হোয়াইট হাউজে ব্রিফিংয়ে মিস লিয়াভিট বলেন : ‘এগুলো প্রেসিডেন্টের অঙ্গীকার এবং তিনি অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করলেন’। নির্বাচনি প্রচারণার সময় ট্রাম্প চীনা পণ্যের ওপর ৬০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের হুমকি দিয়েছিলেন।
তবে হোয়াইট হাউজে ফেরার প্রথম দিনে এ সম্পর্কিত কোনো পদক্ষেপ তিনি নেননি। এর পরিবর্তে তিনি ইস্যুটি পর্যালোচনার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে
খাজিম আহমেদ-এর
অনন্য গ্রন্থ

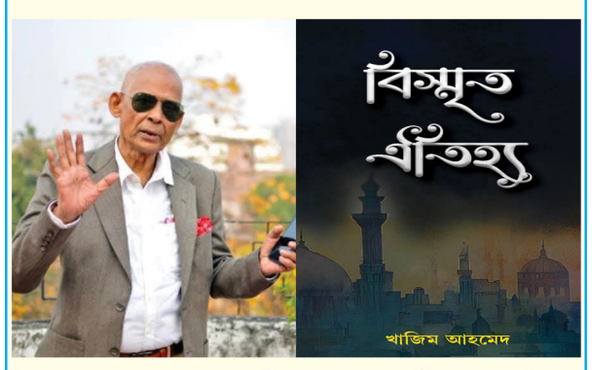

উদ্বোধন: ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, বিকাল ৩টায়
আপনজন পাবলিকেশন
আপনজন
বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র Daily APONZONE
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর www.aponzonepatrika.com
কলকাতা বইমেলায় স্টল নং:
৪০০
৭ ও ৮ নম্বর গেটের কাছে

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৩২ সংখ্যা, ১৯ মাঘ ১৪৩১, ৩ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

মিয়ানমারের দুর্দশা

বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার বহু বত্সর ধরিয়া গোলযোগপূর্ণ। এই গোলযোগ শেষ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধে রূপ লইয়াছে। মিয়ানমার প্রমাণ করিয়াছে, জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক শাসন চাপাইয়া দিলে দেশে স্থিতিশীলতা আসে না এবং গোলযোগ এমন পর্যায়ে যায় যে, দেশ ভাঙিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া বিস্ময়ের নহে। দুর্ভাগ্য, মিয়ানমারের মানুষের যে ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ বার্মা স্বাধীন হইবার পূর্বেই স্বাধীনতাসংগ্রামে লড়াই করা অং সান (অং সান সু চির পিতা) সামরিক কর্মকর্তাদের হাতে নিহত হন। ইহার পর একটি দুর্বল গণতন্ত্র লইয়া মিয়ানমার স্বাধীন হয়। মজার ব্যাপার হইল, ১৯৫৮ সালে জেনারেল নেউইনের অধীনে দুই বত্সরের জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং তাহার অধীনেই নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার আসে; কিন্তু ১৯৬২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল নেউইন ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত মিয়ানমারকে এককভাবে শাসন করেন। তিনি বার্মা সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রাম পার্টি করিয়া দেশটিকে সমাজতান্ত্রিক করিয়া তোলেন। প্রথমে সরাসরি সেনাশাসন থাকিলেও ১৯৭৪ সালে তিনি কনস্টিটিউশনাল ডিক্টেটরশিপ চালু করেন।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ২০০৮ সালে একটি সংবিধান রচনা করে যাহা ১৯৯০ সালের পর মিয়ানমারের জনগণকে ভোটের পথে টানিয়া আনে। সেই সংবিধান অনুযায়ী ২৫ শতাংশ আসন থাকিবে সেনাবাহিনীর জন্য, যা মিয়ানমারের মানুষ মানিয়া লইতে পারে নাই, তথাপি গণতন্ত্রের জন্য এক ধাপ আগাইয়াছিল। ২০১৫ সালে যে নির্বাচন হয় সেইখানে অং সান সু চির ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্রেসি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যদিও সু চির প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা ছিল, তথাপি তিনিই ছিলেন মিয়ানমারের ডিফ্যাক্টো নেতা; কিন্তু আবারও বিপত্তি ঘটে ২০২১ সালে, সেনাবাহিনী জেনারেল মিং অং লাইঙের নেতৃত্বে আবার ক্ষমতা দখল করিয়া লয়। এইবার মিয়ানমারের গণতন্ত্রকামী গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হইয়া জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়। যদিও বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীনতা আন্দোলন বহুদিন ধরিয়াই বিদ্যমান ছিল; কিন্তু তাহাদের বেশ কয়েকটি শক্তিশালী পক্ষ একত্রিত হওয়ায় মিয়ানমার এখন প্রায় ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তবে মিয়ানমার সরকার বর্তমানে দেশের মাত্র ৩০ শতাংশ এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারিতেছে বলিয়া পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে।

অন্যদিকে গণতান্ত্রিক বিশ্ব, বিশেষ করিয়া অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী দেশগুলি মিয়ানমারের এই অগণতান্ত্রিক আচরণ কখনোই ভালো চোখে দেখে নাই। এবং সর্বশেষ নির্বাচিত সরকারকে হঠাইয়া দেওয়ায় তাহারা আরো বিরাগভাজন হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারের উপর এই যাবত্ ১৯টি বড় নিষেধাজ্ঞা দিয়াছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ২০২২ সালে মিয়ানমারের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে নিন্দা জানাইয়া রেজুলেশন পাশ করে। মিয়ানমারের সামরিক সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক এই সকল অসহযোগিতার ফলে অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে সামরিক শাসন, অন্যদিকে ভাতের অভাব মিয়ানমারের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উদ্যোগকে ভয়ানক শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমানে মিয়ানমারের সরকারি বাহিনী এতটাই প্রতিরোধের মুখে পড়িয়াছে যে তাহাদের নিয়মিত সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যরা ভারত ও বাংলাদেশে পালাইয়া আশ্রয় লইতে শুরু করিয়াছে। এই রকম পরিস্থিতিতে মিয়ানমার টুকরা হইয়া গেলে অবাক হইবার কিছু থাকিবে না। অথচ স্বাধীনের পর সামরিক কর্মকর্তারা উচ্চাভিলাষী হইয়া না উঠিলে, গণতান্ত্রিক পন্থায় দেশ পরিচালনা করিতে দিলে নিশ্চয়ই মিয়ানমারকে আজিকার পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে হইত না।

আমরা কি ইতিহাসের আরেকটা ক্রান্তিলগ্ন পার করছি

আজকের পূর্ব ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। আমাদের সমাজে বিভাজন ক্রমেই গভীর হচ্ছে। আর এ সময় ‘সংকট মুহূর্ত’ নামের ধারণা নিয়ে আলোচনা বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে বারবার উঠে আসছে। ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েনসহ বিশ্বনেতারা এই ধারণাকে ব্যবহার করছেন দুনিয়াজোড়া বর্তমান দ্বন্দমুখর পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরতে। স্বৈরাচারী শক্তির উত্থান, গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা, ইউক্রেন, গাজা ও তাইওয়ানের ভূখণ্ডগত সংঘাত, জলবায়ু সংকট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন অনিশ্চিত শিল্পবিপ্লব–এসব মিলিয়ে বর্তমান বিশ্ব এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে হাজির হয়েছে। লিখেছেন **ডেভিড মোটাডেল ...**

আজকের পূর্ব ইউরোপ থেকে মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। আমাদের সমাজে বিভাজন ক্রমেই গভীর হচ্ছে। আর এ সময় ‘সংকট মুহূর্ত’ নামের ধারণা নিয়ে আলোচনা বিশ্ব রাজনৈতিক অঙ্গনে বারবার উঠে আসছে। ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডার লিয়েনসহ বিশ্বনেতারা এই ধারণাকে ব্যবহার করছেন দুনিয়াজোড়া বর্তমান দ্বন্দমুখর পরিস্থিতির গুরুত্ব তুলে ধরতে। স্বৈরাচারী শক্তির উত্থান, গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা, ইউক্রেন, গাজা ও তাইওয়ানের ভূখণ্ডগত সংঘাত, জলবায়ু সংকট এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন অনিশ্চিত শিল্পবিপ্লব–এসব মিলিয়ে বর্তমান বিশ্ব এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে হাজির হয়েছে।

এই সংকট মুহূর্ত বা মোড় পরিবর্তন বলতে কী বোঝানো হয়? এর মানে ইতিহাসের এমন গুরুত্বপূর্ণ সময় বা ঘটনা যা আমাদের জীবনকে গভীরভাবে পরিবর্তন করে দেয়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, মুহূর্তগুলো একবার পার হয়ে গেলে মানুষের পৃথিবীর আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক নেতারা বরাবরই নিজেদের স্বার্থে জনগণকে এক করতে বা ইতিহাসে নিজেদের সময়কালকে তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে তুলে ধরতে এ ধরনের মোড় পরিবর্তনের গুরুত্বকে সামনে নিয়ে আসেন।

সংকট মুহূর্তগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন। তবে শুধু মুহূর্ত বা ঘটনাগুলোর ওপর অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। কারণ, মোড় পরিবর্তনের দৃশ্যমান ঘটনাগুলোর পেছনে লুকিয়ে থাকে গভীর কাঠামোগত পরিবর্তন। সেগুলো অনুধাবন করতে পারলে ঘটনার প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে না।

ইতিহাসবিদ ফের্নান ব্রদেল বলেছেন, সংকট মুহূর্তগুলো ইতিহাসের প্রবহমান জোয়ারের পিঠে ভেসে থাকা ফেনার মতো। কিন্তু প্রকৃত পরিবর্তনগুলো যুগের পর যুগ ধরে ধীরে ধীরে ঘটে। নির্দিষ্ট কিছু ঘটনায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই, মোড় পরিবর্তনের ঘটনা নয়, বরং সেগুলোর পেছনের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন ও গতিবিধি বোঝাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইতিহাসবিদেরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া ঘটনাগুলোর ওপর বেশি মনোযোগ দিয়ে আসছেন। এসব ঘটনা মানে যুদ্ধ, সংকট, বিপ্লব, কূটনৈতিক চুক্তি এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড। এই মনোভাব সমালোচনার মুখেও পড়েছে। এর অন্যতম সমালোচক ছিলেন কার্ল মার্ক্স। মার্ক্স ১৮৫২ সালে লেখা ‘দ্য এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট’ লেখায় বলেছেন, ‘মানুষ নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই তৈরি করে। কিন্তু তারা তা নিজেদের ইচ্ছেমতো তৈরি করতে পারে না। তারা তা এমন পরিস্থিতিতে তৈরি করে না, যা তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছে। বরং তারা তা তৈরি করে এমন পরিস্থিতিতে, যা অতীত থেকে পাওয়া, গড়ে ওঠা এবং স্থানান্তরিত হওয়া অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত।’

রাজনৈতিক ঘটনা ও সামরিক পরাজয়কে আসলে যতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলোর তাৎপর্য তার চেয়ে কম। ইতিহাসে আকস্মিক পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব। মার্ক্স সতর্ক করেছিলেন যে কেবল দৃশ্যমান ঘটনাগুলোর ওপর মনোযোগ দিলে সেগুলোর অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো আড়ালে থেকে যায়; যদিও সেগুলো আসলেই এসব পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

আসলেও, অনেক মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনাকে একসময় তাৎপর্যপূর্ণ মনে হলেও, পরে দেখা গেছে যে এগুলো ছিল কেবল গভীর কাঠামোগত রূপান্তরের বহিঃপ্রকাশ। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা এর অন্তর্নিহিত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তনগুলোর দিকে নজর না দিই, তাহলে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে বোঝা অসম্ভব।

> ইতিহাসবিদ ফের্নান ব্রদেল বলেছেন, সংকট মুহূর্তগুলো ইতিহাসের প্রবহমান জোয়ারের পিঠে ভেসে থাকা ফেনার মতো। কিন্তু প্রকৃত পরিবর্তনগুলো যুগের পর যুগ ধরে ধীরে ধীরে ঘটে। নির্দিষ্ট কিছু ঘটনায় তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই, মোড় পরিবর্তনের ঘটনা নয়, বরং সেগুলোর পেছনের দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তন ও গতিবিধি বোঝাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইতিহাসবিদেরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়া ঘটনাগুলোর ওপর বেশি মনোযোগ দিয়ে আসছেন। এসব ঘটনা মানে যুদ্ধ, সংকট, বিপ্লব, কূটনৈতিক চুক্তি এবং ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড। এই মনোভাব সমালোচনার মুখেও পড়েছে। এর অন্যতম সমালোচক ছিলেন কার্ল মার্ক্স। মার্ক্স ১৮৫২ সালে লেখা ‘দ্য এইটিন্থ ব্রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট’ লেখায় বলেছেন, ‘মানুষ নিজেদের ইতিহাস নিজেরাই তৈরি করে। কিন্তু তারা তা নিজেদের ইচ্ছেমতো তৈরি করতে পারে না। তারা তা এমন পরিস্থিতিতে তৈরি করে না, যা তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছে। বরং তারা তা তৈরি করে এমন পরিস্থিতিতে, যা অতীত থেকে পাওয়া, গড়ে ওঠা এবং স্থানান্তরিত হওয়া অবস্থা দিয়ে নির্ধারিত।’

একইভাবে ১৯৮৯ সালের পরিবর্তনটিও হঠাৎ আসেনি। এর মূল কারণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক স্থবিরতা, পূর্ব ইউরোপের নেতৃত্বে প্রজন্মগত পরিবর্তন এবং দুনিয়াজোড়া আদর্শিক পরিবর্তন।

৯/১১-কে বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই জাতীয়তাবাদ, ইসলামবাদ এবং গ্লোবাল সাউথের (বিশ্বের দক্ষিণাঞ্চলের) পশ্চিমবিরোধী মনোভাবের দীর্ঘ ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এভাবেই, প্রতিটি মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনার পেছনে থাকা কাঠামোগত বাস্তবতাগুলো বোঝা প্রয়োজন। তবে কাঠামোগত বিশ্লেষণের ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া নিয়েও সমালোচনা রয়েছে। কিছু ইতিহাসবিদ মনে করেন যে যদি ইতিহাসকে শুধু কাঠামোগত নিয়মের বন্দী হিসেবে দেখা হয়, তাহলে ব্যক্তির ভূমিকা বা মানবীয় সিদ্ধান্তের জন্য খুব বেশি জায়গা থাকে না। তা ছাড়া ইতিহাসে নায়ক-খলনায়ক এবং নাটকীয় ঘটনাবহুল কাহিনি পড়তে বেশি উপভোগ্য। সেই তুলনায় কাঠামোগত বিশ্লেষণ নিতান্ত নিরস।

তাই দেখবেন ইতিহাস নিয়ে বই লেখা হলেও, সেগুলো আবর্তিত হয় ইতিহাসের মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা নিয়ে। যেমন রুশ বিপ্লব মানে ১৯১৭। ফরাসি বিপ্লব মানে ১৭৮৯। তবে যা প্রয়োজন তা হলো, মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করতে সেগুলোর গভীরতর কারণগুলোও বিবেচনায় নেওয়া।

যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনকারী বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হলে বুঝতে হবে, ব্রিটেনের নাৎসি জার্মানির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত, হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ এবং জাপানের পার্ল হারবারে হামলা। বুঝতে হবে যুদ্ধে জড়িত নেতারা কী ধরনের কাঠামোগত বাস্তবতার ভেতরে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা ও কাঠামো একে অপরের বিপরীত নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুটোরই গুরুত্ব স্বীকার করা উচিত। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোই ঘটনাগুলোকে রূপ দেয়। কিন্তু রাজনৈতিক বিপ্লব বা বড় ধরনের যুদ্ধের মতো কিছু নির্দিষ্ট মুহূর্তে এসব ঘটনাই কাঠামোয় গভীর পরিবর্তন আনতে পারে। যখন কোনো ঘটনা কাঠামোগত তাৎপর্য অর্জন করে, তখন সেটিই একটি ঐতিহাসিক মোড় পরিবর্তনকারী মুহূর্তে পরিণত হয়।

আজ আমরা এক বৈশ্বিক সংকটের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। তবে একে পুরোপুরি বুঝতে এবং সমাধান করতে হলে, এর গভীরতর কাঠামোগত কারণগুলো এড়িয়ে গেলে চলবে না। এই সব ঘটনার শিকড় ঠান্ডা যুদ্ধের সমাপ্তির আরও আগে গিয়ে খুঁজতে হবে। এই শিকড় অনুসন্ধানের মধ্যে পড়বে জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান, বদলে যাওয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং প্রতিশোধস্পৃহা, বৈষম্য সৃষ্টি করা অসংযত উদারপন্থী বাজারব্যবস্থা ও শোষণ এবং নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ক্ষয়। এসব কারণই সংঘাতকে উসকে দিচ্ছে এবং সমাজকে বিভক্ত করছে।

আমরা এক মোড় পরিবর্তনকারী মুহূর্তের সম্মুখীন, কেবল এটুকু বোঝাই যথেষ্ট নয়। একে অতিক্রম করতে হলে আমাদের মোকাবিলা করতে হবে কাঠামোগত সমস্যাগুলো। আর এর কোনো শর্টকাট নেই। এ এক দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। নাটকীয়ভাবে তার সমাধান হয় না। কারণ, ইতিহাস গড়ে ওঠে দীর্ঘ সময় নিয়ে।

ডেভিড মোটাডেল লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্সের আন্তর্জাতিক ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক

মিডল ইস্ট আই থেকে নেওয়া ইংরেজির সংক্ষেপিত অনুবাদ

দিল্লি দখলে নির্মলার আয়করের ব্রহ্মাস্ত্র

তন্ময় সিংহ

ভোটের আগের শেষ শনিবার, দিল্লির ঠান্ডার মধ্যে তখনও আলোড়ন শুরু হয়নি, রাষ্ট্রীয় বাজেট নিয়ে। তখনোও ফিসফাস আদৌও দিল্লির জন্য কি বিশেষ কোন স্কিম ঘোষণা করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার। ক্ষমতার অলিন্দে আলোচনা, কোন রাজ্যে নির্বাচন চলাকালীন, নির্বাচন বিধির মধ্যে রাষ্ট্র বাজেট পেশ করে জনমোহিনী স্কিম চালু করতে পারি কিনা, এবং মানুষকে বিশেষ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে ভোট বাক্সে তার কোন সুফল তুলতে পারে কিনা। দুপুর গড়াতে গড়াতেই সেই ফিসফাস রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল জনমোহিনী বাজেট হিসাবে মধ্যবিত্তকে দরাজ সুবিধা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ভোট বাক্সে এক অযাচিত সুবিধা পাচ্ছে চূড়ান্ত সময়ে দিল্লির প্রধান বিরোধী দল আজকের নির্মলা সীতারামনের আজকের বাজেট বক্তৃতার পর। মধুবনী শাড়িতে আজকে বাজেট বক্তৃতা দিতে শুরু করার সময় মনে হয়েছিল হয়তো বিহারের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ কিংবা ছাড় দেবে মোদি সরকার। কিন্তু নির্মলা সীতারামন মধ্যবিত্তদের জন্য ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার পর্যন্ত আয় করবিহীন ঘোষণা করার সাথে সাথে দিল্লির ভোটের ময়দানে আকস্মিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে মধ্যবিত্ত মানুষের একমাত্র চাহিদা ছিল বাজেটে আয়করের উর্ধ্বসীমা বৃদ্ধি। লোকসভা নির্বাচনের আগে ৪০০ সিটের স্বপ্ন দেখা বিজেপি গুরুত্ব দেয়নি মধ্যবিত্তের স্বপ্নে। কোনরকমে ভোট বৈতরণীতে হতেই দ্রুত ভুল বুঝতে পেরে নিজেদেরকে শুধরে নিচ্ছে গেরুয়া শিবিরের চানক্যরা। লোকসভা ভোটের পরে মধ্যবিত্তের সুবিধা দিয়ে উপরের উর্ধ্বসীমা বাড়ানোর সম্ভাবনা যে আছে সে সম্পর্কে কারো কাছে স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই ঘোষণা অনেকটা বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বিরোধী শিবিরে।

জেল যাত্রা হোক, আর মুখ্যমন্ত্রী পদে নিজে না থেকে অন্য কাউকে বসানোই হোক অরবিন্দ কেজরিওয়াল নতুন করে নিজের গ্রহণ যোগ্যতা মাপতে চেয়েছিলেন ভোট বাক্সে। এমনিতেই মধ্যবিত্ত মানুষ দিল্লির শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন অংশে আপ প্রশাসনের বিভিন্ন জনমুখী কার্যকলাপের সুবিধা নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। সারা দেশ থেকেই মানুষজন এসে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে বদলে দিয়েছে দিল্লির বিধানসভা ভিত্তিক ডেমোগ্রাফি। একটু ভালো হোক জীবন জীবিকার চাহিদাতে দিল্লিতে আসা মানুষজনের কাছে সরকারি স্কুলের ভোল বদল, স্বাস্থ্য ব্যাবস্থার ভোল বদল ও মহিলাদের বাসের টিকিট না লাগা বিগত সরকারে থাকা অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এবারেও নির্বাচনী বৈতরণীতে এগিয়ে রেখেছে।

দিল্লির মধ্যবিত্তরা ঐতিহাসিক ভাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পার্মানেন্ট ভোট ব্যাঙ্ক। ২০১৩ সালে আন্না হাজারের আন্দোলনের মাধ্যমে ফসল কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী পেলেও রাজ্যস্তরের সুফল পায় অরবিন্দ কেজরিওয়াল। দিল্লির ময়দানে ঝাঁটার আর্বিভাবে বিপন্ন হয় হাত আর পদ্ম। পরবর্তীকালে আপ তার জনমোহিনী নীতির মাধ্যমে সামনে নিয়ে আসে নতুন ভোটব্যাঙ্ক গরীব স্তরের ও নিম্ন মধ্যবিত্ত স্তরের মানুষদের। যমুনার দূষণ নিয়ে যত বিরোধিতা হোক না কেন, অড ইভেন নাম্বার নিয়েও বিতর্ক কিংবা লিকার কান্ডে দলের দুই প্রধান মুখের জেলযাত্রার পরেও দিল্লিতে মোটামুটি অ্যাডভান্টেজ কেজরিওয়াল ছিল ভোট ঘোষণা হওয়ার সময় থেকেই। ইন্ডিয়া জোটে কংগ্রেসকে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনে একতরফাভাবে জোট থেকে বার করে দিয়ে সেই সাহসেই ভোটে নেমেছিলেন কেজরিওয়াল , প্রশান্ত কিশোরের পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক কে সাথে নিয়ে।

লোকসভা নির্বাচনে নিয়মিত ভাবে বিজেপিকে ভোট করা আর বিধানসভায় আটকে ভোট করা দিল্লির মধ্যবিত্ত সমাজ কে বিজেপির ট্যাক্স নিয়ে সন্ত্রাসবাদকে অস্ত্র করে নিজের দিকে করার চেষ্টা করছিলেন কেজরিওয়াল।

অন্যদিকে একসময় দিল্লিতে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেস, রাহুল গান্ধীর তরফ থেকে একলা চলার সিদ্ধান্তে পাশে দাঁড়ানোর পর ভোটারদের কাছে নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে তুলতে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টা নির্বাচনী প্রচারে করছে কংগ্রেস। সেই সময় প্রায় ট্যাক্স ছাড়কে দ্বিগুনের কাছাকাছি করে মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাস্টার্স স্ট্রোক দিয়েছে এই বাজেট। নির্মলা সীতারামনের ট্যাবলেট ভর দিয়ে ৬ পার্সেন্ট ভোটের সুইং শেষ বেলায় বিজেপির বৈতরণী পার করার ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক হবে এবং যমুনার তীরে পদ্মের চাষ শুরু হবে কিনা তার জন্য অপেক্ষা আর কয়েকদিনের।

প্রথম নজর

পয়গাম-এর সীরাত সংখ্যা প্রকাশিত হল

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার কলকাতা বইমেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হল “নতুন পয়গাম” পত্রিকার সীরাতুন্নবী সংখ্যা “মহানবীর মহাজীবন”। নিতান্ত ঘরোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেলিম রেজা, শেখ গোলাম মোস্তফা, ওয়াসিফ আলি, নূর ইসলাম, বদরুদ্দোজা সাহেব, সামসুল আলম ও নতুন পয়গাম পত্রিকার সম্পাদক মুদাসসির নিয়াজ প্রমুখ। এই সংকলন সম্পর্কে সম্পাদক বলেন, বিশ্বনবীর সিরাতের ওপর অনেক বই আছে। কিন্তু এরকম বিষয় ভিত্তিক বই ছিল না। নতুন পয়গাম পত্রিকা সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করেছে। মহানবী (সা:) এর জীবনী ছাড়াও এতে আছে তাঁর রাজনীতি, অর্থনীতি, বিদেশনীতি, প্রতিরক্ষা নীতি, শিক্ষা নীতি, শ্রমনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, প্রতিবেশীর অধিকার, পোশাকবিধি ও তাঁর আধুনিক মনন এবং ভাবনা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিবার পরিকল্পনা, মানবাধিকার, দান সাদকা, যাকাত আদায় ও বণ্টন পদ্ধতি, প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতনতা, নারীর অধিকার, মর্যাদা ও ক্ষমতায়ন, নারী স্বাধীনতা, দুর্নীতি নির্মূলে দাওয়াই, উগ্রবাদ ও সন্ত্রাস রোধে কার্যকর নীতিমালা ইত্যাদি প্রায় ৮০ টা দিক ও বিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রায় ৯০ জন লেখক।

৪৭২ পাতার জেল বাইন্ডিং বইয়ের বিনিময় মূল্য ৪৫০ টাকা এবং বিক্রয় মূল্য ৩৫০ টাকা। প্রকাশক সৃজন।

যুগদিয়ায় আন্তর্জাতিক কেরাত প্রতিযোগিতা

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: আন্তর্জাতিক কেরাত প্রতিযোগিতা ও সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হল “হিলফুল ফুজুল” সংগঠনের পক্ষ থেকে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাটের যুগদিয়াই হয় এই প্রতিযোগিতা। মগরাহাটের বিভিন্ন আলেম ওলামাদের নিয়ে এই সংগঠনটি গঠিত হয়েছে। সংগঠনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো “গরিব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা’, ‘ঘরে ঘরে কোরআনের আলো পৌঁছানো”। ‘কুরআনের মাধ্যমে জীবনকে অতিবাহিত করার উদ্দেশ্য’ নিয়ে এই সংগঠনের পথচলা শুরু হয়েছে দু বছর আগে।

আন্তর্জাতিক এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের হাফেজ কারীরা অংশ নেয়। বছরে দু তিনবার অনুষ্ঠান করে এই সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের যে চিন্তা করছে ওলামারা, তার প্রশংসা করছে মগরাহাটের জনসাধারণ। এদিনে আশেপাশের সমস্ত মসজিদের মক্তবের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। আন্তর্জাতিক কেরাত প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার ১৫ হাজার টাকা দ্বিতীয় ১২ হাজার তৃতীয় দশ হাজার সহ ছটি পুরস্কার দেয়া হয়। প্রত্যেক প্রতিযোগীকে এক হাজার টাকা সহ সংবর্ধনা করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন বাংলার বিখ্যাত মুফতি লিয়াকত আলী সাহেব, যুগদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান জাফর আলী মোল্লা, মুফতি আব্দুল কাদের, মুফতি আব্দুল জলিল সহ স্থানীয় ওলামারা এবং হিলফুল ফুজুলের সদস্যরা।

যোগীরাজ্যে বাঙালি মহিলা ত্রাতার ভূমিকায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: গত ২৯ জানুয়ারী প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের তীর্থক্ষেত্র থেকে কোটি কোটি পূণ্যার্থীর ভীড়ে হারিয়ে গিয়েছিলেন বছর ৬০ বয়সের বৃদ্ধা গীতা মন্ডল।তিনি তাঁর ছেলে গৌরাঙ্গ মন্ডলের সাথে সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সাতজেলিয়া দয়াপুরের রেণুকানগর মৃধাপাড়া থেকে মহাকুম্ভে গিয়েছিলেন পূণ্যস্নানের জন্য।হারিয়ে যাওয়া মা কে খুঁজে না পেয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন গৌরাঙ্গ। শেষ পর্যন্ত যোগী রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন প্রয়াগরাজ কমিশনারেট এর অধিনস্ত কোতবালি ঝুঁন্সি থানায়।কোন ফল হয়নি।অবশেষে মা কে খুঁজে পেয়েছেন গার্গী ওঝা নামে বাঙালী এক মহিলার সৌজন্যে।যাদবপুরের বাসিন্দা ওই মহিলার সাথে প্রয়াগরাজের ঝুঁন্সি ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হয় হারিয়ে যাওয়া বৃদ্ধা গীতা দেবীর।তিনি ষ্টেশনে বসে অনর্গল কাঁদছিলেন।সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন গার্গী দেবী। বৃদ্ধা কে আগলে রেখে যোগাযোগ করার চেষ্টা

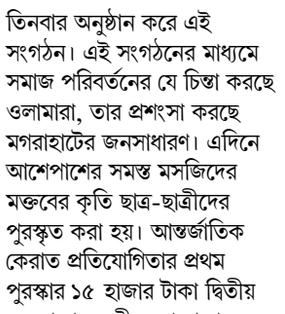

করেন।কোন প্রকার যোগাযোগ করতে না পেরে তাঁকে সাথে নিয়ে হাওড়া গামী ট্রেনে উঠে পড়ে।পরে ট্রেনের মধ্যে বৃদ্ধা গীতা দেবী জানায়, তাঁর মেয়ের বাড়ি বিধাননগর উল্টোডাঙা এলাকায়।এরপর বৃদ্ধাকে সাথে নিয়ে কলকাতার বিধানগর এলাকার উল্টোডাঙায় তাঁর মেয়ের বাড়িতে পৌঁছে দেয়। অন্যদিকে হারিয়ে যাওয়া মা প্রয়াগরাজ থেকে বাড়িতে ফেরায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন ছেলে গৌরাঙ্গ। প্রয়াগরাজ থেকে গৌরাঙ্গ জানিয়েছেন, ‘মা কে খুঁজে না পেয়ে ভেঙে পড়েছিলাম। পরে যাদবপুরের গার্গী দেবী আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন।আমার মা কে কলকাতার বিধানগর উল্টোডাঙা এলাকায় দিদির বাড়িতে সুস্থ অবস্থায় পৌঁছে দেয়।

নদিয়ায় সরকারি হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশু মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: নদিয়ায় সরকারি হাসপাতালে সদ্যোজাত শিশু মৃত্যু ঘটনায় চাঞ্চল্য, চিকিৎসার গাফিলতীর অভিযোগ তুলছে পরিবার। চিকিৎসার গাফিলতিতে সরকারি হাসপাতালে সদ্যজাত শিশু মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য। ২৪ ঘন্টা হাসপাতালে ভর্তি থাকলেও নেই কোন ডাক্তারি পরিষেবা, অজ্ঞানের ডাক্তার না থাকায় নরমাল ডেলিভারি করানো হয় গৃহবধূকে। পরবর্তীতে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যু হয় ওই সদ্যজাতর।

জানা গেছে নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের বাগআঁচড়া অঞ্চলের বড় কুলিয়ার বাসিন্দা বিক্রম বিশ্বাস তার স্ত্রী অর্পিতা বিশ্বাস কে বৃহস্পতিবার ভর্তি করে শান্তিপুর হাসপাতালে। অভিযোগ, গৃহবধূ প্রসব যন্ত্রনায় ছটফট করলেও মেলেনি কোন ডাক্তারি পরিষেবা, এরপর দিন গড়িয়ে গেলে রাত্রি হলেও অজ্ঞানের ডাক্তার না থাকায় শুক্রবার সকালে নরমাল ডেলিভারিতে জন্ম হয় সদ্যজাতর। কিছুক্ষণ বাদেই মৃত্যু হয় ওই সদ্যজাতর। গৃহবধুর বাবা স্বপন সরকারের অভিযোগ, হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের উপস্থিতিতেই তার মেয়েকে ভর্তি করানো হয়েছিল, কিন্তু চিকিৎসকদের একাধিকবার জানিও কোন সুরোহা মেলেনি। স্বামী বিক্রম বিশ্বাস এর দাবি, প্রথমে সদজাতর মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়নি পরিবারকে, তারা হাসপাতালে এসে জানতে পারে সদ্যোজাত পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। এরপরেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে পরিবার। যদিও খবর পেতেই শান্তিপুর হাসপাতালে তদন্তে নামে পুলিশ, এরপর অভিযোগকারী পরিবারের সাথে কথা বলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। জানা যায় সদ্যজাতর দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ, শনিবার পাঠানো হবে ময়না তদন্তে। অন্যদিকে এই ঘটনায় শুক্রবার সন্ধ্যায় শান্তিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে অভিযোগকারী পরিবার।

রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে সম্পত্তি ধ্বংস করছে অসাধু ব্যক্তিরা

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: রাতের অন্ধকারে গাছ কেটে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করছে অসাধু ব্যক্তিরা , গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার ছবি ধরা পরল সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় , উদাসীন প্রশাসন , নজরদারি বাড়ানোর আশ্বাস প্রশাসনের , কটাক্ষ বিধায়কের ।

বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের রাধামোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেলোয়া ফরেস্ট দামোদর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত । এই ফরেস্টে রয়েছে মূল্যবান গাছ । রাতের অন্ধকারে এমনকি দিনের বেলাতেও অসাধু ব্যক্তিরা সেই গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছেন । দিনের পর দিন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে এই ফরেস্ট । গাছ কেটে নিয়ে যাওয়ার ছবিও ধরা পড়েছে সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরায় । এলাকার সাধারণ মানুষদের দাবি , প্রশাসনিক নজরদারির অভাব রয়েছে যার কারণে গাছ চুরির মত ঘটনা ঘটছে । প্রশাসন এদিকে নজর দিক দাবি জানাচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষরা । দিনের পর দিন যেভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে প্রশাসনের তরফে সাধারণ মানুষদের সচেতন করা হচ্ছে । কিন্তু তারপরেও একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে কোনরকম সচেতনতাবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না । দিনের পর দিন গাছ কাটার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

এ বিষয়ে সোনামুখী বিধানসভার বিধায়ক দিবাকর ঘরামী জানান, দিনের পর দিন গাছ কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমি এই সমস্যার কথা বনদপ্তরকে জানিয়েছি কিন্তু তারপরেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি । প্রশাসন এবং শাসকদলের মদত রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ।

এ বিষয়ে সোনামুখী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুশলল বন্দ্যোপাধ্যায় জানান , বিষয়টা আমার আগে জানা ছিল না সংবাদ মাধ্যমের কাছে এই প্রথম শুনলাম । আগামী দিনে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য দ্রুত নজরদারি বাড়ানো হবে ।

সোনামুখী রেঞ্জ অফিসার নিলয় রায় জানান , এই জায়গা ডিভিসসর অন্তর্গত এবং সেখানে ডিভিসি ও কিছু অংশে স্থানীয় পঞ্চায়েতের তরফেও গাছ লাগানো হয়েছিল । তবে যারা এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আগামী দিনে নজরদারি বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি।

এখন কবে থেকে প্রশাসনের নজরদারি বাড়বে কবে এই ফরেস্ট সুরক্ষিত থাকবে সেটাই সবথেকে বড় প্রশ্ন ।

স্বনিযুক্তি দফতরের সবলা মেলা ধনিয়াখালিতে

শেখ সিরাজ ● হুগলি

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের উদ্যোগে এবং হুগলি জেলা প্রশাসন ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় ২৮ শে জানুয়ারি মঙ্গলবার হুগলী জেলা সবলা মেলার অনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হল ধনিয়াখালি নতুন বাসস্ট্যান্ডে । এদিন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন হুগলি জেলা শাসক মুক্তা আর্য। এছাড়া এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধনিয়াখালির বিধায়ক অসীমা পাত্র ,হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া, মহকুমা শাসক হুগলি সদর স্মিতা সান্যাল , ধনিয়াখালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্পিতা বারিক, সহসভাপতি সৌমেন ঘোষ , বিডিও রাজর্ষি চক্রবর্তী , জেলা এস . এইচ. জি. এস. ঈ অফিসার মাসুদুর রহমান সহ একাধিক প্রশাসনিক ও আধিকারিকগন। এই মেলা চলবে ৩ রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত মেলায় হুগলি জেলার যশস্বী শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করছেন। মূলত জেলার শিল্পীদের কাজের প্রদর্শনী হল এই সবলা মেলা।

কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতাল ৩০ থেকে ৫০ বেডে উন্নীত

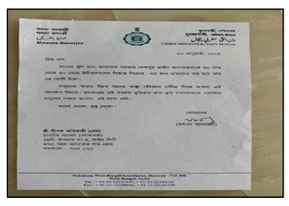

সেখ মহম্মদ ইমরান ● কেশপুর

আপনজন: দীর্ঘ দাবি দাওয়া, আন্দোলনের পর অবশেষে কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নতি শুরু হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে একটি চিঠি মারফত ঘাটালের সাংসদ দেব তথা দীপক অধিকারী এবং জেলা প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩০ বেড থেকে তাকে ৫০ বেডে পরিণত করা হচ্ছে। একাধিক পরিকাঠামগত পরিবর্তন করা হবে এই হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতির স্বার্থে। সেজন্য ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে এই হাসপাতালের জন্য। ইতিমধ্যে এই হাসপাতালের পরিকাঠামগত উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাটালের সাংসদদের এবং কেশপুরের বিধায়ক তথা প্রতিমন্ত্রী শিউলি সাহা মুখ্যমন্ত্রী কে বার বার জানিয়েছিলেন। এই হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকেও কয়েক মাস আগে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছিল। অবশেষে সেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই উন্নতিকরণে।

পাথরপ্রতিমায় সমবায় ভোটে শূন্য আসন তৃণমূলের

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কাকদ্বীপ

আপনজন: পাথর প্রতিমার সমবায়ের ভোটে ভরাডুবি শাসক দলের,ঝুলিতে একটিও আসন এলো না তাদের।পুরোটাই গেল বিরোধী জোটের হাতে।দ: ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লক।যে ব্লকে শাসক তৃণমূলই শেষ কথা।ব্লকের ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ১৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে।কিন্তু দূর্বা চটিতে পঞ্চায়েত একবারও শাসকদলের দখলে আসেনি, প্রতিবারই সিপিএম কংগ্রেসের জোটা আধিপত্য বিস্তার করেছে।আর সেই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দূর্বাচটি রাধাকৃষ্ণনগর কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের ভোটে একটিও আসন পেল শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্যরা শনিবার নির্বাচনে শেষে গণনায় দেখা যায় ৪২ টি আসনের মধ্যে ৪২ টি জোটের দখলে চলে গেছে।চতুর্দিকে উন্নয়নের মধ্যেও শাসক দল একটিও আসন না পাওয়ায় ভাবিয়ে তুলেছে শাসকদলের প্রতিনিধি দের।তবে সমবায়ে বিরোধীশূন্য করায় আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাড়তি অক্সিজেন পাবে জোট বিরোধী দল এই এলাকায় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পঞ্চায়েতের অস্থায়ী কর্মীর সাংবাদিকদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ!

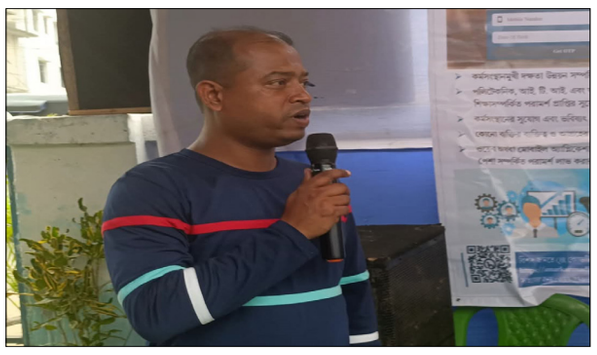

আনিসুল ইসলাম ● নিউটাউন

আপনজন: রাজারহাট নিউ টাউন সাংবাদিকদের সঙ্গে অসভ্য আচারণ করার অভিযোগ উঠল পঞ্চায়েতের এক অস্থায়ী কর্মী মুহিদুল ইসলামের বিরুদ্দে । ঘটনাটি ঘটে রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে। গতকাল রাজারহাট বিষ্ণুপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প হয়। এই ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন উত্তর ২৪ পরগণার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক, রাজারহাটের বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর কর, বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী সহ একাধিক আধিকারিক। সেই খবর সংগ্রহ করতে যায় সাংবাদিকরা। অভিযোগ, শেষের দিকে সাংবাদিকরা প্রধান স্মৃতিকণা মণ্ডলের সাক্ষাৎকার নিতে গেলে হাত দিয়ে ঝাপটে বুম গুলো সরিয়ে দেন মহিদুল। তার কথায়, প্রধান নাকি খুব ব্যস্ত সাংবাদিকরা প্রধানকে বলতেই মহিদুল আপমান জনক কুবাক্য বলতে থাকেন। এবং সাংবাদিকদের উপর রণমূর্তি নিয়ে ঘাড় ধরে ক্যাম্প থেকে বার করে দেওয়ার হুমকি দেয়। প্রধান বিষয়টি নীরবে দেখেন। বিষয়টি নিয়ে রাজরহাট ব্লকের বিডিও গোলাম গৌসল আজম এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর করকে বিস্তারিত জানানো হয়েছে। বিডিও বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন। কে এই মহিদুল ইসলাম? কোথা থেকে আসে তার এত ঔদ্ধত্য? কে তাকে দিয়েছে এতো সুপ্রিম পাওয়ার ? ওই পঞ্চায়েতের অন্যান্য কর্মীরা সকলেরই অভিযোগ ওই মহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে। তিনি নাকি সর্বেসর্বা। মহিদুল ইসলামের কথাই পঞ্চায়েতের শেষ কথা। প্রধানের সঙ্গে কিছু বলতে গেলে আগে মহিদুল ইসলামের পারমিশন নিতে হয়। এই অভিযোগগুলো এতদিন শুনে আসত সাংবাদিকরা। বাস্তবে তা প্রমাণ হল। প্রধানের সাক্ষাৎকার নিতে গেলে চড়াও হয় সাংবাদিকদের উপর মহিদুল। বিষয়টি খতিয়ে দেখে এই মহিদুলের দৌরাত্ম না বন্ধ হলে সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করা হবে বলে জানানো হয় সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে।

দুয়ারে শিবিরে ফর্ম ভরে দিলেন চেয়ারম্যান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে এসে বেশ কয়েকজন উপভোক্তার ফর্ম নিজে হাতে লিখে দিলেন চেয়ারম্যান। পাশাপাশি ক্যাম্পে আসা লোকেদের কোন রকম সমস্যা হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও খোঁজ নেন তিনি।

জানা গিয়েছে, ২৪ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প। ১ ফেব্রুয়ারি ছিল ক্যাম্পের শেষ দিন। এদিন ক্যাম্প পরিদর্শনে জান বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান। তিনি ছাড়াও বিভিন্ন আধিকারিকরা ক্যাম্প ঘুরে দেখেন। এ বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক কুমার মিত্র জানান, ‘বালুরঘাট পুরসভার ২৫ টি ওয়ার্ড কে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে দুয়ারে সরকার ক্যাম্প।

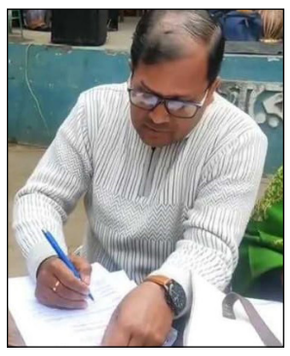

আজ নালন্দা বিদ্যাপীঠে এই ক্যাম্প চলছে। প্রচুর মানুষ এখানে আসছেন। প্রায় ৪০০ জন ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। আরো বেশ কয়েকজন ফর্ম নিয়েছেন। সেগুলো রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার আওতায় এলে সংখ্যাটি আরো বাড়বে।’

কাজু-কিসমিস কান্ডে অভিযুক্তদের জামিন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মহিলাদের স্বনির্ভর করার টোপ দিয়ে বন্ধু মিলন কল্যাণ কমিটি নামের একটি সংস্থা মঙ্গলবার লালগোলা ও ভগবানগোলা এলাকার দু’টি ময়দানে প্রায় ৪০ হাজার মহিলার জমায়েত করিয়েছিল। এতবড় জমায়েত হওয়া সত্বেও প্রশাসনের কাছে কোনও অনুমোদন নেওয়া হয়নি। ওই দিন উপস্থিত মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজু ও কিসমিস প্যাকেজিং করার কাজ দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এর জন্য মহিলাদের প্রতিমাসে ৩ হাজার টাকা এবং সুপারভাইজারদের ৭ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়ার কথা বলা ওই ওই সংস্থার তরফে। জমায়েত হওয়া মহিলাদের কাছ থেকে ভোটার ও আধার কার্ডের জেরক্স গ্রহন করেছিল তারা। কিন্তু আইন না মেনে হাজার-হাজার মহিলাকে জমায়েতের অভিযোগে সংস্থার কর্ণধার হুগলি জেলার তারকেশ্বরের বাসিন্দা বাবলু সামন্ত সহ মোট আটজন কে গ্রেপ্তার করে লালগোলা ও ভগবানগোলা থানার পুলিশ। লালগোলা থেকে ৫ জন এবং ভগবানগোলা থেকে ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার ধৃতদের প্রত্যেক কে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন। কাজু-কিসমিস কান্ডে ধৃত ৮ অভিযুক্ত কে শনিবার আবারও ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সুমন দাস সবকিছু খতিয়ে দেখে হেফাজতের আবেদন বাতিল করে তাদের প্রত্যেকের জামিন মঞ্জুর করেন। এই বিষয়ে সরকারি পক্ষের আইনজীবী আবিদ হাসান বলেন,“এই মামলায় আমি যথেষ্ট ভাবে লড়াই করেছি। তবে পুলিশ আদালতে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পেশ করতে না পারার কারণে বিচারক ধৃতদের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছেন।”

অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী কৌশিক দে বলেন,আমার মক্কেল কোনোরকম অপরাধ করেনি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ফুরফুরার দরবারে দোয়ার মাহফিল

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: শনিবার ফুরফুরা শরীফের পার্লামেন্টে হিজবুল্লাহর প্রতিষ্ঠাতা আলা হযরত শাহ সুফি বড় হুজুরের স্ত্রী পীর আম্মাজানের স্মরণে একটি দোয়ার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। একই মঞ্চে বড় হুজুরের বড় পুত্র বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের অগ্রদূত সাবেক গদ্দিনশীন পীর হযরত আলহাজ্ব মাওলানা আবুল আনসার মোঃ আব্দুল কাহহার সিদ্দিকী (রহঃ) -এরঁ রুহের মাগফিরাতের জন্যও দোয়ার মজলিস পালিত হয়েছে।হযরত পীর মাওলানা আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, পীরজাদা মাওলানা মুজাহিদ সিদ্দিকী ও পীরজাদা মাওলানা সওবান সিদ্দিকী সভায় ওয়াজ নসিহত করেন।নাজমুস সাহাদত সহ খারিজি মাদ্রাসার শিক্ষকরা এদিন উপস্থিত ছিলেন। মাহফিলে শরিক হয়েছিলেন অসংখ্য মাদ্রাসার ছাত্ররা।শেরে ফুরফুরা পীর আনসার সিদ্দিকী হুজুরের বহুমুখী সামাজিক কাজকর্ম তুলে ধরেন বক্তারা। মুসলিমদের ঐক্যের বিষয়ে তাঁর অসামান্য অবদানের কথাও সভায় আলোচনা হয়।

পদ্মশ্রী গোকুলকে সংবর্ধনা গোবরডাঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● গোবরডাঙ্গা

আপনজন: বারাসত পুলিশ জেলার গোবরডাঙ্গা থানার পক্ষ থেকে পদ্মশ্রী ঢাকি সম্রাট গোকুল চন্দ্র দাসকে বিশেষ ভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হল। উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা থানার আধিকারিক পিংকি ঘোষ সহ থানার সমস্ত আধিকারিকরা। ঢাকি শিল্প চর্চায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য এবং ঢাকি শিল্পে মহিলাদের অন্তর্ভুক্তিকরন এবং নারী ক্ষমতায়নের পাশাপাশি মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য গত ২৫ শে জানুয়ারি পদ্মশ্রী উপাধি পান গোকুল চন্দ্র দাস। এ দিন তাকে গোবরডাঙ্গা থানার পক্ষ থেকে মোমেন্টো, ফুল, শাল, মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয় । থানার পক্ষ থেকে এই মহান আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন গোকুল চন্দ্র দাস মহাশয় । গোবরডাঙ্গা থানা এলাকার নাগরিক হিসাবে গোকুল চন্দ্র দাস পদ্মশ্রী পুরস্কার পাওয়ায় আনন্দিত গোবরডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পিঙ্কি ঘোষ সহ গোটা টিম।

দুয়ারে শিবিরে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরুপনগর

আপনজন: নবম পর্যায়ের দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে ব্যাপক সাড়া মিলল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা স্বরুপনগর তেঁপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মেদিয়া বাস্তুহারা হাই স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত দুয়ারে সরকার ক্যাম্পে দু’হাজারের বেশি মানুষ সরকারি পরিষেবা পাওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন বলে জানান প্রধান সঙ্গীতা কর কুণ্ড। তিনি বলেন সব থেকে বেশি লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্পের আবেদন জমা পড়েছে। এ দিন দিনভর সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিতে দেখা যায় স্বরুপনগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নারায়ণ চন্দ্র করকে।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: সম্রাট হুমায়ুন, নির্বাসিত হয়েও যিনি মুঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন
- নিবন্ধ: ইসলামী সাহিত্যের ঐতিহ্য রক্ষায় কবি গোলাম মোস্তফার ভূমিকা
- অণুগল্প: ছুটি
- বড় গল্প: মেলিনি পাড়ার ঘাটে
- ছড়া-ছড়ি: বইমেলাতে চল

সম্রাট হুমায়ুন

নির্বাসিত হয়েও যিনি মুঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন

মুঘল সম্রাট নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন চুনার দুর্গ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ) দখল করতে পারতেন। কিন্তু সেখানকার শাসক শের খান (শেরশাহ সুরি) হুমায়ুনের আনুগত্য মেনে নেন। একই সময় শের খান অনুগত হয়ে জানান যে তিনি দুর্গে থাকতে চান। তবে শুধুমাত্র হুমায়ুনের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেই। লিখেছেন **ওয়াকার মুস্তাফা** (সাংবাদিক ও গবেষক)।

মুঘল সম্রাট নাসিরউদ্দিন মুহাম্মদ হুমায়ুন চুনার দুর্গ (বর্তমান উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ) দখল করতে পারতেন। কিন্তু সেখানকার শাসক শের খান (শেরশাহ সুরি) হুমায়ুনের আনুগত্য মেনে নেন।

একই সময় শের খান অনুগত হয়ে জানান যে তিনি দুর্গে থাকতে চান। তবে শুধুমাত্র হুমায়ুনের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবেই।

একই সাথে আস্থা অর্জনের জন্য শের খান তার পুত্রের নেতৃত্বে একটি অশ্বারোহী দল মুঘল বাহিনীর সঙ্গেও পাঠান।

সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর বাবরের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। যা ছিল তার জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণার।

তিনি শের খানকে দুর্গে রেখে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহের দরবারে যাত্রা করেন।

জেমস ট্যালবয়েস হুইলার তার বই 'দি হিস্টোরি অব ইন্ডিয়া ফ্রম দি আর্লিয়েস্ট এজেস' বইয়ে লিখেছেন, এটি ছিল শের খানের একটি কৌশল, যার ফলে হুমায়ুন প্রতারিত হন এবং ভারতবর্ষের সিংহাসন হারান।

গুজরাট থেকে ফিরে হুমায়ুন দেখতে পান, শের খান তখন বাংলার অধিপতি হয়ে গৌড় দখল করেছেন।

হুমায়ুন বাংলার দিকে অগ্রসর হতে চাইলে চুনার দুর্গ তার জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এটি জয় করতে তার ছয় মাস লেগে যায়।

অগ্রসর হওয়ার পর তিনি দেখতে পান, আফগানরা গঙ্গা ও রাজমহল পাহাড়ের মধ্যবর্তী সরু পথটি অবরুদ্ধ করে রেখেছে।

হঠাৎ তারা সরে গেলে পথ পরিষ্কার হয়। তবে, হুমায়ুন গৌড়ে পৌঁছালে বুঝতে পারেন, তিনি পরাজিত হয়েছেন।

শের খান এতদিন মুঘল বাহিনীকে বাংলার বাইরে আটকে রাখেন যতদিন তার প্রয়োজন ছিল। গৌড় লুট করে সম্পদ সুরক্ষিত স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং বর্ষাকাল পর্যন্ত হুমায়ুনকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়।

বর্ষাকালে মুঘলদের দুর্দশা শুরু হয়। শুধু পানি আর রোগব্যাধি– জ্বর ও আমাশয়ে অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারায়। বর্ষা শেষে হুমায়ুন আগ্রায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করলে আফগানরা আক্রমণ করে এবং সৈন্য বাহিনীকে গঙ্গার দিকে ধাওয়া করে পিছু হটিয়ে দেয়া হয়।

ভাইকে হত্যা করতে অস্বীকৃতি

সম্রাট হুমায়ুন আগ্রার দিকে পালিয়ে যান। কিন্তু দুর্বল অবস্থায় সেনাবাহিনী ছাড়াই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করায় তিনি পরাজিত হন।

হুমায়ুন ও তার ভাইদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের আধিপত্য বণ্টন করে দেয়া ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম কৌশলের অংশ।

যেমন সম্রাট হুমায়ুন সিংহাসনে বসার পর তিনি তার ভাইদের মধ্যে বিভক্ত অঞ্চলগুলো তার কাছাকাছি রাখেন।

এমনকি হুমায়ুনের সৎ ভাই কামরান মির্জা তার ভাই আসকারি মির্জাকে তার কান্দাহার এলাকা ছেড়ে দিয়ে লাহোরের দখল নেন। কাবুল, কান্দাহার এবং পাঞ্জাব কামরান মির্জার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

ভাইদের মধ্যে আস্থা বিশ্বাসের অভাব ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে একেক এলাকার নিয়ন্ত্রণের রাখার এই কৌশল বেশিদিন কাজে লাগেনি।

ইতিহাসবিদ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় তার একটি গবেষণায় লিখেছেন, কনৌজের (যা বর্তমানে উত্তর প্রদেশ) যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আগ্রা বা দিল্লিতে হুমায়ূন বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে তিনি আহত ও রুগ্ন হাতিতে চড়ে লাহোর পৌঁছান। সেখানে তিনি প্রতিপক্ষের মুখোমুখিও হয়েছিলেন।

যেটি শুধুমাত্র কামরান মির্জার কারণেই সম্রাট হুমায়ূনকে প্রতিপক্ষ যোদ্ধাদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

শের খান ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করার পর হিন্দাল মির্জাসহ চার ভাই লাহোরে জড়ো হন। শের খান যখন ১১২ মাইল দূরত্বের সিরহিন্দে পৌঁছান তখন সম্রাট হুমায়ূন তার কাছে একটি চিঠি পাঠান।

যেই চিঠিতে তিনি জানান যে, "আমি সমগ্র ভারত (অর্থাৎ পাঞ্জাবের পূর্বে গঙ্গা উপত্যকা অঞ্চল) তোমার কাছে রেখে এসেছি। এখন সিরহিন্দকেও আমাদের আয়ত্তে আনতে দাও"।

এই চিঠির জবাবে শের খান লিখলেন, "আমি তোমার জন্য কাবুল ছেড়ে এসেছি, তুমি সেখানে যাও"।

কিন্তু কাবুল মূলত ছিল হুমায়ূনের ভাই কামরান মির্জার দখলে। যেটি কখনোই কামরান মির্জা তার ভাই সম্রাট হুমায়ূনকে ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না।

পরে কামরান মির্জা শের খানের কাছে যান। ভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কামরান মির্জা শের খানকে তার সাথে যোগ দেয়ার প্রস্তাব দেন। বিনিময়ে পাঞ্জাবের একটি বড় অংশ তাকে দিয়ে দেয়ার আশ্বাসও দেন।

কিন্তু শের খান কামরান মির্জার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন সেটি তার দরকার নেই। কিন্তু লাহোরে একটি ছড়িয়ে পড়ে যে ভাই কামরান মির্জাকে শিক্ষা দেয়ার জন্য হত্যা করতে চায় হুমায়ূন।

যদিও পরে এই কথা অস্বীকার করেন হুমায়ূন। ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের মতে, পিতা বাবরের শেষ কথা অনুযায়ী ভাইদের কোন ক্ষতি করতে চান নি হুমায়ূন। যদিও তারা এই ধরনের শাস্তির যোগ্য ছিল।

আফিম আসক্ত 'ব্যর্থ' রাজা

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়ের মতে, ইতিহাসের নানা গল্পে রাজাদের বিভিন্ন সময় অনেকটা কঠোর ও নৃশংস হতে দেখা গেছে।

যদিও মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেছিলেন হুমায়ূন। কিন্তু যুদ্ধ জয়ের দক্ষতা কিংবা অভিজ্ঞ শাসকদের মতো প্রজ্ঞাবান ছিলেন না তিনি।

সিংহাসনে বসার পরই তিনি নানা ধরনের সমস্যা জড়িয়ে পড়েন তিনি। যেটি তার শক্তি ও ক্ষমতাকে হ্রাস করেছিল।

হুমায়ূন তার পিতার কাছ থেকে সিংহাসন লাভ করেন। ভাইদের সাথে তার বিরোধ দেখা দিয়েছিল। তবে প্রতিবার তিনি ভাইদের ক্ষমা করে দিতেন এবং তাদের শুধরানোর সুযোগ দিতেন।

কেননা হুমায়ূনের চরিত্রে কোন নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ছিল না বলেই ইতিহাসের গল্পে উঠে এসেছে।

কারণ হিসেবে বলা হতো সম্রাট হুমায়ূন তার ভাইদের রক্ষায় পিতার কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।

মৃত্যুর পর কামরান মির্জাকে সমাহিত করা হয়েছিল লাহোরে। জীবদ্দশায় তিনি প্রায় সব সময়ই সম্রাট হুমায়ূনের বিরোধিতা করতেন। একবার তাকে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হলেও হুমায়ূনের বদন্যতায় বেঁচে যান তিনি। পরে তাকে হজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন হুমায়ূন।

কামরান মির্জা ও আসকারি মির্জা মারা যান মক্কায়। আর হিন্দাল মির্জা এর আগে কাবুলে কামরান মির্জা বাহিনীর সাথে যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন।

তাদের সৎ বোন ছিলেন গুলবদন বেগম। সম্রাট আকবরের দরবারের ইতিহাসবিদ আবুল ফজলের মতে, হুমায়ূন ছিলেন সাহসী বীর এবং দয়ালু মানুষ।

কিন্তু ইতিহাসবিদ আরভি স্মিথ লিখেছেন যে, সম্রাট হুমায়ূন ছিলেন আফিম আসক্ত। তিনি মাজুন দিয়েও নেশা করতেন।

এই আফিমের আসক্তির বিষয়টি হুমায়ূননামাতেও গুলবদন বেগমের বরাত দিয়ে এসেছে। আফিম হুমায়ূনকে অনেকটা নিস্তেজ করে দিয়েছিল।

হুমায়ূন যখন বড় হচ্ছিলেন তখন তিনি তার যোদ্ধা পিতাকে অনুকরণ করা শুরু করেছিলেন। তার এই আফিম আসক্তি ও নানা বৈশিষ্ট্য যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বলে ইতিহাসের গল্পে উঠে এসেছে।

ইতিহাসবিদ লিন পুল লিখেছেন, 'তরুণ রাজপুত্র সত্যিকারের একজন সাহসী এবং প্রেমময় যুবক ছিলেন। পিতা বাবরের মতো মানসিকতাসম্পন্ন সক্ষম, সম্মানের অধিকারী, সাহসী এবং আবেগপ্রবণ ছিলেন। তবে, তিনি দুর্দান্ত শক্তি প্রদর্শন করলেও রাজা হিসাবে তিনি ব্যর্থতার প্রমাণ দিয়েছেন বহুবার।'

নির্বাসন, আশ্রয় এবং হত্যা চক্রান্ত

ডক্টর এস কে ব্যানার্জী তার 'হুমায়ুন বাদশাহ' বইতে লিখেছেন যে হুমায়ূন ব্যক্তিগতভাবে তার দরবারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের অহংকারবোধের কারণেই সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছিলেন।

যে কারণে বেশিরভাগ সময়ই তার প্রতিকূলতা পাড়ি দিতে হয়েছে।

নির্বাসিত থাকতে হয়েছিল অন্তত ১৫ বছর।

অ্যানেট এস বেভারিজ, 'হুমায়ুন নামা' ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে লিখেছেন যে, সিন্ধু ও রাজস্থানের শুষ্ক ও উত্তপ্ত থর মরুভূমিতে দিনের পর দিন নির্বাসিত অবস্থায় থাকতে হয়েছে সম্রাট হুমায়ূনকে। সে সময় তার সাথে যে সৈন্য বাহিনী ছিল সেটি ছিল অনেকটা অকার্যকর। সংখ্যায় ৪০ জন কিংবা তারও কম ছিল।

ইতিহাসবিদ উরসুলা সিমস উইলিয়ামসের মতে, সম্রাটের কান্দাহারে পৌঁছানোর চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর ১৫৪৩ সালের শেষের দিকে হুমায়ুন তার ১৫ মাস বয়সী সন্তান আকবরকে তার আত্মীয়দের কাছে রেখে সাফাভিদের রাজা শাহ তাম্মামের কাছে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

১৫৪৪ সালের জুলাই মাসে রাজা শাহ তাহমাস্পের সাথে দেখা করেন হুমায়ুন। সেখানে তিনি রাজকীয় আথিতিয়তা পান। হুমায়ুনকে অনেক উপহারও দেয়া হয়েছিল।

সেখান থেকে যখন হুমায়ুনকে ফেরত আসেন তখন তার সাথে রাজা শাহের পুত্র প্রিন্স মুরাদ ও ১২,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ৩০০০ অস্ত্রধারীকেও পাঠানো হয়েছিল।

আবুল ফজল এই সম্পর্ককে দুই শাসকের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনাকর সম্পর্ক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

জোহর আফতাবজির 'তাজকরাত-উল-ওয়াকি'-তে ভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। তিনি হুমায়ুনের নির্বাসন থাকা এবং সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের সময় তার সাথেই ছিলেন।

আফতাবজির উদ্ধৃতি দিয়ে অ্যান মারি শামাল লিখেছেন, হুমায়ূন ছদ্মনামে রাজা শাহের সাথে দেখা করেছিলেন।

জৌহরের মতে, তাহমাস্প হুমায়ূনকে প্রথমে জিজ্ঞেস করেছিলেন তিনি সাফাভিদের মুকুট পড়তে রাজি কী না। তখন হুমায়ূন সানন্দে রাজী হলেন। এর পরদিনই সম্রাট হুমায়নকে ধর্মান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

হুইলার থ্যাক্সটন অনুদিত 'থ্রির মেমোয়ার্স অফ আস' এ লেখা হয়েছে, 'রাজা শাহ চিঠি পাঠিয়ে হুমায়ুনকে বলেছিলেন, যদি তুমি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো তাহলে তোমাকে আমরা সাহায্য করব। তা না হলে তোমার শেষ রক্ষা হবে না। তুমি ও তোমার লোকদের কাঠের আগুনে পুড়িয়ে মারা হবে'।

প্রথমে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও পরে চাপে পড়ে তা মেনে নিয়েছিলেন বলেও ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

তারপরও তাহমাস্প শাহ হুমায়ূনকে হত্যার পরিকল্পনা থেকে সরে আসেননি। তাহমাস্প শাহ'র বোন এই চক্রান্তের কথা শুনতে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাইয়ের কাছে বলেছিলেন, তাদের ক্ষতি করে আপনার কি লাভ? তিনি এটিও বলেছিলেন যে, 'আপনি যদি তাদেরকে সাহায্য করতে নাই পারেন তাহলে তাদেরকে ছেড়ে দিন। কেন হত্যা করতে চান?

পরে বোনের এই কথা শুনে রাজা শাহ খুশি হলেন। তিনি বললেন, 'দরবারের আমির আমাকে এই ধরনের মুর্খ উপদেশ দিয়েছে। তুমি যে বুদ্ধি দিয়েছো সেটিই উত্তম মনে হয়েছে আমার কাছে'।

লাহোর, দিল্লি ও আগ্রা পুনরুদ্ধার

হুমায়ূনকে শাহ যে সামরিক সহায়তা দিয়েছিল তা দিয়ে পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালে কান্দাহার (যা বর্তমানে আফগানিস্তান) জয় করেন তিনি।

পরবর্তীতে তিনি তার ভাইয়ের কাছ থেকে ১৯৫০ সালে তৃতীয় বারের মতো কাবুল দখল করে নেন। তখন পর্যন্ত শের শাহ বেঁচে ছিলেন।

তার উত্তরসূরিদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে সম্রাট হুমায়ুন ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোর (বর্তমানে পাকিস্তান) জয় করেন।

এরপর সিরহিন্দে পাঞ্জাবের বিদ্রোহী আফগান গর্ভনর সিকান্দার সুরকে পরাজিত করে তিনি দিল্লিরও দখন নেন।

পরে জুলাই মাসে তিনি আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন।

মুখার্জির মতে, হুমায়ুন ছিলেন সম্রাট বাবরের সব সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে কর্তব্যপরায়ণ, শক্তিশালী এবং সক্ষম। একই সাথে তিনি জ্ঞানী সাহসী যোদ্ধাও ছিলেন।

তাঁর শাসনামলের শেষের দিকে শের শাহ সুরির হাতে ধ্বংসের দারপ্রান্তে যাওয়া মুঘল সাম্রাজ্য আবারও ভারতে পুর্নপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি।

তার সংক্ষিপ্ত জীবনে ছিল মাত্র ৪৭ বছরের। হঠাৎই একদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান তিনি।

আভিজাত্যকে রাখতে তিনি সংগ্রামও করেছিলেন অনেক। বারবার যে আক্রমণ হয়েছিল সে সব তিনি শক্ত হাতে মোকাবেলা করেছিলেন। রাজ্যের বিদ্রোহ দমন করতেন। এমনকি সবচেয়ে সংকটময় সময়েও তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি হয়েছিলেন।

সিদ্ধার্থ মুখার্জি লিখেছেন যে, নির্বাসিত জীবনে হুমায়ুন অসাধারণ সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

'তিনি কেবল কঠিন পরিস্থিতিতেই তার মর্যাদা ধরে রাখেননি, সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতেও হতাশ হননি। তা না হলে মুঘল সাম্রাজ্য তার নির্বাসনের মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যেত।'

সৌ: বিবিসি।

ডা: শামসুল হক

ইসলামী সাহিত্যের ঐতিহ্য রক্ষায় কবি গোলাম মোস্তফার ভূমিকা

একজন কবি অথবা সাহিত্যিক যদি তাঁর কথা ও কাহিনীর মধ্যে ইসলামের প্রেম বা মাহাত্ম্যের কথা তুলে ধরেন তাহলে আমারা সত্যি সত্যিই ভীষণ গর্ব অনুভব করি । আর ঠিক তখনই তাঁর জীবন কাহিনী সহ আরও অনেক তথ্যসামগ্রী জানার জন্য উদগ্রীব হয়েও উঠি আমরা ।

কবি গোলাম মোস্তফার কথা লিখতে বসে প্রথমেই মনে হয়েছিল এইসব কথাগুলোই । মুসলিম জাগরণের প্রধান অগ্রদূত হিসেবে তাঁকে আমরা মনে রাখতেও পেরেছি ঠিক সেই কারণেই ।

তারপর তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কাব্য মনস্ক অনেক মুসলিম লেখক লেখিকাই কগজ - কলম তুলে নিয়েছিলেন নিজেদের হাতে এবং লিখতেও শুরু করেছিলেন অনেক কবিতা , গল্প , প্রবন্ধ কিংবা উপন্যাস । মোটকথা গোলাম মোস্তফা সাহেব যে বাংলা সাহিত্যের সেতু বন্ধনের কাজটা অতি সুন্দরভাবেই সমাধা করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর উত্তরসূরীদের পক্ষে এত সহজে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল ।

কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম যশোর জেলার মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ সালে । তাঁর পিতা এবং পিতামহ দুজনেই ছিলেন আরবি এবং ফারসি ভাষার সুপণ্ডিত ব্যক্তিত্ব । মুস্তাফা সাহেব তাঁদের অনুসরণ করেই এগিয়ে গেছেন এবং সফলতার মুখ দেখে তৃপ্ত হয়েছেন । তাঁর পিতা বা পিতামহ বাংলা ভাষা নিয়ে তেমন একটা আগ্রহ না দেখালেও এই ভাষার উপর তাঁর ছিল আলাদা এক আকর্ষণ ।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং পল্লীকবি জসীমউদ্দীনকে তিনি পেয়েছিলেন একেবারে পাশে পাশেই । নজরুল ছিলেন তাঁর থেকে মাত্র দু বছরের ছোট আর জসীমউদ্দীন ছোট পাঁচ বছরের । কিন্তু বয়সের সামান্য এই ব্যবধান কাউকেই কখনও দূরে

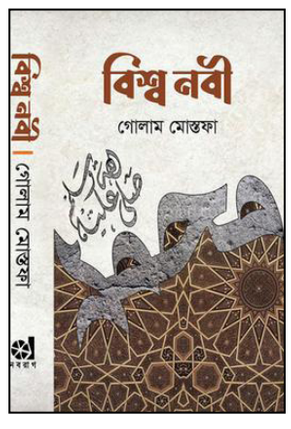

সরিয়ে রাখেননি ।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত দুজনেই ছিলেন তাঁর কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় । ওঁরাও ভীষণ স্নেহ করতেন মোস্তাফাকে । রবীন্দ্রনাথ তো তাঁকে এতটাই ভালবাসতেন যে , ১৯১৮ সালে গোলাম মোস্তফার প্রথম কাব্যগ্রন্থ রক্তরাগের ভূমিকা লিখেছিলেন তিনিই ।

উর্দু কবি ইকবালকেও ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন গোলাম মোস্তফা । ইকবালের অনেক কবিতার বঙ্গানুবাদ করে এক অনন্য নজির সৃষ্টিও করেছেন তিনি । আর তারপর আরবি এবং উর্দু ছন্দকে বাংলা কবিতার মধ্যে প্রতিষ্টার চেষ্টাও চালিয়েছিলেন তিনি । এসেছিল ঈপ্সিত সফলতাও এবং তারপর সেই ধরণের বহু কবিতাও লিখেছিলেন তিনি । ধারাবাহিক ভাবে সেগুলো প্রকাশিত হয়েছিল সেই সময়ের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা প্রবাসীতে ।

গদ্য সাহিত্যের প্রচণ্ড দখল ছিল গোলাম মোস্তফার । অনেক গল্প, প্রবন্ধ এবং উপন্যাসের রচয়িতা তিনি । ইসলাম ও কমিউনিজম , ইসলাম ও জিহাদ ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতাও তিনিই । মোটকথা ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নতি সাধনের জন্য সারাজীবন ধরে তিনি যা কিছু করেছেন তার সকলেরই স্মরণে থাকা উচিত । তাঁকে আরও মনে রাখা প্রয়োজন এই কারণে যে , আল - কুরআন নামে কুরআন শরীফের বাংলা তর্জমা তিনি যেভাবে করেছেন তা ভোলার নয় ।

কবি গোলাম মোস্তফা নিজে ছিলেন একজন সু - গায়ক । তিনি নিজেই গান লিখতেন । সুর দিতেন এবং গান গাইতেন নিজের কণ্ঠেই । আর সেইসব গানের অধিকাংশই ছিল ইসলামিক ঘরাণার । বলা যেত পারে তার মধ্যে বেশিরভাগটাই ছিল গজল । একজন গজল গায়ক হিসেবে মুস্তাফার প্রচুর সুনাম ছিল বলেই সেই জগতে প্রতিষ্টা পেতে তাঁর কোন অসুবিধেও হয়নি ।

কবির শৈশবকাল কেটেছে যশোরেই । স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করার পর তিনি চলে আসেন কলকাতায় । ভর্তি হন রিপন কলেজে । সেখান থেকেই আই . এ পাশ করার পর ভর্তি হন ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে । সেখান থেকেই বি . টি পাশ করেন তিনি ।

তারপরেই শুরু হয় তাঁর কর্মজীবন। ১৯২০ সালে ব্যারাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগ দেন তিনি । পাঁচ বছর সেই স্কুলে সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর চলে আসেন কলকাতার হেয়ার স্কুলে ১৯২৫ সালে । এক বছর পরেই আবার চলে আসেন কলকাতা মাদ্রাসায় । সবকটা শিক্ষাকেন্দ্রেই তিনি কাজ করেছেন অত্যন্ত সুনামের সঙ্গেই । সহঃ শিক্ষক এবং ছাত্র - ছাত্রীদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল ভীষণ মধুর । সব জায়গাতেই শিক্ষকতার সঙ্গেই তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন কাব্য ও সাহিত্য সাধনার কাজটিও । তাই সেখানেও তিনি পেয়েছিলেন অতিরিক্ত সম্মান ।

১৯৩৫ সালে তিনি যোগ দেন বালিগঞ্জ ডিমোনেষ্ট্রেশন হাই স্কুলে । সাধারণ শিক্ষক হিসেবে দু বছর সেই স্কুলে কাজ করার পর তিনি আবার সেই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষক হয়ে যান । দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি ছিলেন সেই স্কুলেই । তারপর চলে যান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে । সেখানে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে দীর্ঘদিন কাজ করার পর অবসর নেন তিনি । কাব্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের সঙ্গে যোগাযোগ কিন্তু তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন করেননি । এপার - ওপার সব জায়গার বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখালেখির কাজ তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন সমানভাবেই ।

মেলিনি পাড়ার ঘাটে

রমি রেজা

বড় গল্প

সে বারে গ্রীষ্মের শুরুতেই প্রচন্ড রোদ ও গরমে নাজেহাল অবস্থা। বৃষ্টির ছিটে ফোটাও ছিলো না কোথাও। চারিদিকের বিল খাল শুকিয়ে একেবারে খটখটে হয়ে গিয়েছিল। প্রবীণ মানুষদের কাছ থেকে শুনেছিলাম তারা এমন গরম নাকি আগে কখনো দেখেনি । ঠিক সেবারেই আমার বন্ধু বনি ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল-"এবার আর কোন অজুহাত নয়, এবারে এসে আমাদের গ্রামটা ঘুরে যা।"বিএ ক্লাসে পড়ার সময় বনির সঙ্গে আমার পরিচয়। বনির বাড়ি মুর্শিদাবাদের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সেই সময় আমাদের স্কুলের ছুটি চলছিল। তাই গড়িমসি না করেই একদিন সকালে আমি বেরিয়ে পড়লাম বনিদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। বনিদের বাড়ি পৌঁছাতে নামতে হয় একটা হল্ট স্টেশনে। স্টেশনটিতে যখন পৌঁছালাম তখন প্রায় সাড়ে দশটা। ট্রেন থেকে নেমে দাঁড়াতেই দেখলাম একটা বট গাছের ছায়ার নিচে দাঁড়িয়ে আছে বনি।

স্টেশনটিকে এক অর্থে নির্জন বলাই চলে। চারিদিকে সবুজে ঘেরা গাছ পালার মধ্যেই স্টেশনটি দাঁড়িয়ে আছে। এক কোণে একটি ছোট্ট ঘরে টিকিট কাটার ব্যবস্থা রয়েছে। আর স্টেশনটিতে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা বটগাছ। আমাকে দেখেই বনি আমার দিকে হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বলল -"কোন অসুবিধা হয়নি তো তোর।" আমি মৃদু হেসে বললাম-"না না।" স্টেশন থেকে আধ ঘন্টা মত পথ পেরিয়ে তবে মেলেনি পাড়া গ্রামটিতে পৌঁছানো যায়। একটা বিরাট উঁচু নদীর বাঁধের একপারে মেলেনি পাড়া গ্রামটি অবস্থিত। বাঁধের অপরদিকে বিস্তৃত মাঠ , অনেক গাছ,আর তারপরেই শুরু হয়েছে গঙ্গা নদী। তবে গঙ্গাস্রোত এখানে কম হওয়ায় স্থানীয় মানুষেরা একে মেলেনি পাড়ার ঘাটই বলে থাকে। দুপুরে খাবার শেষ করে তৃপ্তির সঙ্গে বনি কে বললাম-"অপূর্ব! রান্না নয় রে । মাছটাও চমৎকার খেতে হয়েছে।" বনি হাসি হাসি মুখে বললো- "আমাদের এখানে যে নদী আছে, এই মাছ সেখানকারই। বিকেলে নিয়ে যাব তোকে ওই দিকটায়।"

বিকেলটা ছিল রবিবারের। আমি আর বনি বাঁধের উপর দিয়ে কিছুটা গিয়ে একটা ঢাল দিয়ে বাঁধের ডান দিকে নেমে গেলাম। । দুই দিকে সারি সারি গাছ, সেই সবের মধ্যে আমরা দুজন হেঁটে গেলাম। কিছুটা গিয়েই চোখে পড়লো বিস্তৃত গঙ্গা। চারিদিকের সবুজ গাছ যেমন গঙ্গাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে, ঠিক তেমনই মনোমুগ্ধকর গঙ্গাজল। চারিদিকের এমন পরিবেশে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এক কোণে নৌকা পারাপারের জন্য একটা ছোট্ট ব্যবস্থা রয়েছে আর মাঝ বরাবর রয়েছে গঙ্গায় নামার জন্য সিঁড়ি। সিঁড়িগুলোকে চারিদিকে বেশ কিছু গাছ আচ্ছাদিত করে রেখেছে।তবে সিঁড়িটিতে দেখলে মনে হয় অনেক প্রাচীনকালের। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমি চারি দিক দেখতে লাগলাম। চারিদিকে শুধু জল আর জল আজ গঙ্গার ওপার টিতে দিগন্ত বিস্তৃত গাছ এইসব দেখে প্রতিটা ক্ষণে ক্ষণে আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন অনেক দূরের কোন এক অপরিচিত জায়গায় এসে পড়েছি। এ সীমানা যেন আমার পরিচিত নয়-মায়া মেশানো মন খারাপ করা। ওপার থেকে নৌকা যখন এপারে এসে দাঁড়ালো তখন বনি নৌকার মাঝিকে বলল-"আমাদের ওপারে নিয়ে চলো তো।"মাঝিটি বনিদের গ্রামেরই। আমাকে দেখে চিনতে না পেরে বনিকে জিজ্ঞেস করল-"দাদাভাই এ কে?" বনি হেসে বলল-"ও আমার বন্ধু! শহর থেকে এসেছে।" এই ঘাটটি একেবারে নির্জন । লোক পারাপারও তেমন কেউ করেনা। তবে এপার থেকে ওপারে যারা পারাপার করে মাঠের কাজের জন্য। কেননা এপারের অনেকের ই গঙ্গার ওপারে জমি রয়েছে। আর অনেক গোয়ালাই ওপার থেকে এপারে আসে তাদের দুধ বিক্রির জন্য। তবে এ সবটাই হয় সকাল আটটা থেকে বারোটার মধ্যে। তারপর আর তেমনভাবে কেউ পারাপার করে না। তার একটা অন্য কারণ আছে। এটা আমি যথা সময়ে বলবো। তবে সেদিনের বিকেল ফুরিয়ে ঘনিয়া আসা সন্ধ্যার সময় নৌকা ভ্রমনটি ছিল অসাধারণ। এই ভ্রমণ আমি কখনোই ভুলবো না। শান্ত এক অপূর্ব জলরাশি।

পরদিন ভোরবেলায় উপরের খোলা জানালা দিয়ে শো শো শব্দে বাতাস ঢুকছিল অনেকক্ষণ ধরেই। আর তাতেই আমার ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারলাম বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ ধরেই। সেদিন সকালের চা জলখাবার খেয়ে হাতে একটা বই নিয়ে, আনমনে বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টি দেখছি। কোথা থেকে বনি আমার কানের কাছে এসে বললো-"চল গঙ্গায় যায়!"খুবই অবাক হয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম-" এখন!" বনি আবার হেসে বললো -" তুই গঙ্গা দেখবি আর আমি স্নান করবো।"

তারপর আমরা দুজনেই চুপে চুপে কাকিমাকে না জানিয়ে গঙ্গার পাড়টিটে পৌঁছে গেলাম। কিন্তু পাড়টিটে পৌঁছে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। ঝড়ো হাওয়া, প্রচন্ড বৃষ্টির শব্দে ঘাটটি তার শান্ত স্নিগ্ধ জলস্রোতকে ভয়ংকর গতিতে এপার থেকে ওপারে তাণ্ডব লীলাকরছে। গঙ্গার এমন রূপ ইতিপূর্বে আমি খুব কমই দেখেছি। বনির খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জলের সেই ভয়ঙ্কর রূপের জন্য স্নান নাই করেই বাড়ি ফিরেছিল। আর আমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণই অন্যরকম। আমি ভ্রমণ পিপাসু, ভ্রমণ করতে সত্যিই আমার ভালো লাগে। কিন্তু তার প্রতিবন্ধকতা ছিল দুই রকম- এক, আমি সাঁতার জানিনা। তাই সমুদ্র বা গঙ্গা দূর থেকে দেখেই তৃষ্ণা মেটাতে হয়। দুই সমতল থেকে অনেক উঁচুতে উঠলেই আমার শরীর একেবারে খারাপ হয়ে যায়। তাই দার্জিলিংয়ের পাহাড়ও আমার পক্ষে উপভোগ্য নয়। আর এই জন্যই আমার বন্ধু ইন্দাদুলও বিরক্ত হয় মাঝে মাঝে।

পরদিন সকাল থেকেই আকাশের মেঘ কাটতে শুরু করেছিল। আকাশ ফেটে এমনই ঝলমলে রোদ উঠেছিল যে গতকালকের বৃষ্টির কথা মনেই হলো না। সেদিনই প্রায় বেলা 11 টা হবে, উপরের ঘরে আমি একাই বসে ছিলাম। হঠাৎ বনি এসে আমার হাতটা ধরে টেনে বললো -"চল আমাদের লিচু বাগানে, সেখানে অনেক লিচু হয়েছে, পেড়ে পেড়ে খাব।" আমি বললাম-"গাছের টাটকা লিচু! সে তো ভারি মজা হবে।"বেলা গড়িয়ে দুপুরে পড়ছিল প্রায়। লিচু বাগানে বসে বসে আমাদের অনেক কথাই হল। বনির মুখ থেকে তাদের গ্রামের অনেক কথাই জানলাম সেদিন। এখানকার বেশীর ভাগ মানুষই কৃষি ও মৎস্য জীবি। মনে হয়েছিল কতই না সাধারণ জীবন এখানকার মানুষদের অথচ তারা কতই না সুখী। হঠাৎই দূর থেকে বেশ কিছু মানুষের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সেই কণ্ঠস্বরকে অনুসরণ করে আমরা দুজনেই গঙ্গার পাড়টিতে এসে পৌছালাম। কিন্তু অঘটন যা ঘটে তা আগেই ঘটে গিয়েছিল। এখানে যে কথাটা বলা দরকার তা হল গঙ্গার মাঝখানে একটা চর আছে। ওই চরটি নাকি অভিশপ্ত স্থানীয় মানুষদের এটাই দাবি। তাইতো বেলা বারো তার পরে লোকজন তেমন থাকে না।ওই চরটিটে নাকি কোন অলৌকিক ও রহস্যময় শক্তি বাস করে। গ্রামের অনেক জোয়ান ছেলেই ওই চরের উপর থেকে হঠাৎই নিচে ঘাটের জলে পড়ে যায়। আর সাঁতার জানা সত্ত্বেও তারা নাকি অতল জলের গভীরে তলিয়ে যায়। তাই স্থানীয় মানুষেরা কেউই ওই চরটিটে পা রাখে না। কেননা ওখানে নাকি অপদেবতার বাস। সেদিন হঠাৎই ১৪ বছরের একটা ছেলে চরে খেলতে খেলতেই জলে পড়ে যাই। আমরা যখন ঘাটটিটে পৌঁছেলাম তখন দেখলাম, দুজন ডুবুরী জলের নিচ থেকে ছেলেটির দেহকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে। এমন দুর্ঘটনার মধ্যেই হঠাৎই গঙ্গা পাড়ের কাছে আর্ত কান্নায় চমকে উঠেছিলাম। পাশে তাকিয়েই দেখতে পেলাম একজন স্ত্রীলোক ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে , আর বলছে-"ওরে মানিক রে! ফিরে আয়!" সে কি মর্ম ভেদী কান্না। তবে সেদিন মানিক ফিরে এসেছিল, অবচেতন নিথর দেহে। সেদিন বিকেলেই আমি বাড়ি ফিরেছিলাম বনিদের বাড়ি থেকে। তারপর থেকেই আমার আর বনিদের বাড়ি যাওয়া হয়নি। বনির সঙ্গেও আর কোনো যোগাযোগ হয়নি। কোন কুক্ষণে ছেলেটা ওই চরটিতে গিয়ে উঠেছিল, সাঁতার জানা সত্ত্বেও কেনই বা জলে তলিয়ে গিয়েছিল, এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা সেদিন গ্রামবাসীরা করতে পারেনি। ছেলেটার আকস্মিক মৃত্যুকে অনেকেই সেদিন অপদেবতার হাত বলেই মনে করেছিলো। তবে অনেক দিন পরে জৈষ্ঠ মাসের রাত্রে আমাদের খেলার মাঠের এক কোণে বসে আমি ইমদাদুলকে পুরো ঘটনাটা বলেছিলাম। শুনে ইমদাদুল একটা কথা বলেছিল-"দাদা আমার মামাও ডুবে গিয়েছিল পানিতে। কিন্তু মামা সাঁতার জানতো।" সে আরো বলেছিল-"গঙ্গা বা যেকোনো কোন পুকুরের পানিতে বাজে রকমের আকর্ষণ থাকে। আবার তাতে নাকি এমন অনেক ভয়ংকর প্রাণী বা অলৌকিক জন্তু থাকে যা নাকি আমাদের কল্পনার বাইরে!"

ছড়া-ছড়ি

নিখোঁজ তারা

জাসমিনা খাতুন

একটা তারা নিখোঁজ আজ, নিখোঁজ আমাবস্যার ঘন তমসায়।

যে তারা প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা,সে কেন হারালো গহন ছায়ায়..?

বিহঙ্গ তো গায় রক্তিম গীতি,
উষার দ্বারে তোলে জাগরণ প্রীতি।

পুষ্প হাসে সুবাস বিলায়,
মৌমধ্যে জাগে প্রাণের স্পন্দন।

তবে সে তারা লুকালো কোথায়?
কোন মোহের ফাঁদে পড়ে?
যে আলো ছিল দীপ্ত তপোবলে,
সে কেন নিবে গেল ছায়ার ঘোরে ঘোর অন্ধকারে?

তুমি কি জানো? জানো প্রিয় জানো, সে তারা আমিই!

তোমার ব্যথায় একদিন দীপ্ত,
প্রেমের মশাল জ্বালিয়েছিলাম দুটি হৃদয় হয়েছিল সিক্ত,আজ নির্বাপিত,
নীরব, ক্লান্ত।

বিচ্ছেদের গহন রজনীতে,
আমি যেন ম্লান চন্দ্রকান্ত!
তোমার স্বরে ওঠে বিদ্রোহী হাহাকার,তবু কি ফিরে আসিব অবান্তর?

হয়তো কোনো ভোরের রঙে,
নবীন সুরের বীণা বাজবে।
তোমার শূন্য নীড়ের ব্যথা ঘুচিয়ে,
আবারও তারার মিছিলে অন্য তারা সাজবে।

ছুটি

মিরাজুল সেখ

রোহিত ও শোভন দুই বন্ধু । স্কুল চত্বরে তাদের খুনসুটি কাঠবেড়ালি কে হার মানায় । একজন কে কেউ কিছু বললে আরেকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘের মতো । সেইদিন মঙ্গলবার বৃষ্টি পড়ছে একটা ফুটো ছাতি নিয়ে রহিত শোভনের বাড়িতে হাজির হতেই বলে, কিরে স্কুলে যাবিনা ?শোভন এই বৃষ্টির দিন গুলোতে আমার বড্ড ভয় করে। রোহিত ভয় শোভান হ্যাঁ ভয় । রহিত ভয়ের কিছু নেই আমি আছি । দুজনেই স্কুলে রওনা দেয় । স্কুল পৌঁছাতে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায় , ক্লাসে ঢুকতেই মাস্টার মশাই একটু বিব্রত হয়ে দুজনকে মারে ও কান মোলে । অতঃপর ক্লাসের সকলেই হাসতে থাকে , শোভন তো একজন কে তেড়েও যাই কিন্তু মাস্টার মশায়ের ধমকে থমকে যায় । রোহিত বিরবির করতে থাকে । স্কুল ছুটি হতেই খোলা আকাশে রামধনুর সাত রং দেখে তারা দুজনে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় । তবে স্কুলের ঘটনার কথা নিপিড়ন করে দুজন কে । বাড়ি ফেরার পথে রাগান্বিত হয়ে মাস্টার মশায়ের চালায় ঢিল ছুড়ে পালিয়ে যায় । কয়েক দিন রোহিতের কোনো খবর নেই , তাছাড়া শোভন বাড়িতে না থাকায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে রহিত। বিদ্যালয়ে একা মনমরা হয়ে ক্লাস রুমের এককোনে বসে একা একাই কি ভাবতে থাকে । ততক্ষনাত মাস্টার মশাই এসে জানায় শোভনের কলেরা রোগ হয়েছে , শুনেই রোহিতের বুক ধপাস করে ওঠে , নোনাজলে স্নিগ্ধ মুখ খানা ভিজে যায় । স্কুল ও বেশ কয়েকদিনের জন্য ছুটি হয়ে যায় । উঠোনে বসে রোহিত কাঁদতে থাকে , বড়ো বোন রুমি কান্নার কারণ জানতে চাইলে বলে শোভনের অসুখ করেছে অনেক বড়ো অসুখ , কিন্তু সে তো বলছিল এবার স্কুল ছুটি হলেই শান্তিনেকেতনের মেলায় যাবে , রুমি নানা কথায় আদরে তাকে বোঝায় ও এলেই আমি তোদের নিয়ে যাব । এই কথাই তার মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে ওরে ।

অণুগল্প

অতঃপর পরের দিন প্রাতঃকালে শুনতে পায় শোভনের ছুটি হয়েছে ,তবে এই ছুটি কোনো সাধারণ ছুটি নয় , বন্ধুতের ছুটি , বিদ্যালয়ের ছুটি , সে আর কোনোদিন ফিরবে না , এমন কি রোহিতের ডাকেও না । একে বারে জন্ম জন্মান্তরের ছুটি ।

হচ্ছেটা কি

অরবিন্দ সরকার

বিশ্বাস অবিশ্বাসের চিহ্ন বাতাবরণে,
প্রাণের সংশয়,
আদালতের আইনকানুনে ওকালতি,
মিথ্যা অভিনয়।
আইনের সহস্র ধারা, তথ্য মূল্যায়নে,
চাপান উতোর,
আইনের ফাঁক আছে,সাজার মকুব,
মুক্তি পায় চোর।
বিনা বিচারে আটক,গাঁজার মামলা,
কেস খায় বিরোধী,
মসনদ হারাবার ভয়ে,প্রহার নিদান,
হুঙ্কার চলে নিরবধি।
পথ আগলে উন্নয়ন রয়েছে দাঁড়িয়ে,
লাঠি পেটা ষড়যন্ত্র,
প্রশাসন অন্যদিকে চেয়ে চোখ বুজে,
যজ্ঞে নিধন গণতন্ত্র।
ধর্ষনের চিহ্ন লোপাটে,তৎপর শ্মশানে,
পুড়িয়ে ছারখার,
ধোঁকা দিয়ে ক্যাবলাকে,দোষী সাব্যস্ত,
ফাঁসি চাই চিৎকার।

শীতের প্রেম

জয়দেব বেরা (রামধনু)

কবিতার প্রেমে মেতেছেন কবি
এক শীতের জ্যোৎস্না রাতে;
সকালের শিশিরগুলোও প্রেমে
মেতেছে কোমল দূর্বার সাথে।

সাগরের ঢেউগুলো প্রেমে মেতেছে
ভোরের কুজ্ঝটিকার সাথে;
তাই,প্রকৃতি লাজুক হেসে বলে
সবাই পড়ুক প্রেমে,ক্ষতি নেই তাতে।

ঊষা কালের সূর্য থাকতে চায়-
রঙিন পুষ্পের বুকে,
এ-জীবন তো একটাই,তাই-
থেকো সবাই প্রেমের মহাসুখে।

ছড়া-ছড়ি

বইমেলাতে চল

সুচিত চক্রবর্তী

আয়রে শিশু, আয়রে কিশোর
আয়রে সবুজ দল,
বইমেলা যে শুরু হল
বইমেলাতে চল।
আনন্দেতে মেলায় ঘুরে
কেটে যায়রে দিন,
কত রকম খাবার দোকান
দেখে দিশাহীন।
রকম রকম বই নিয়ে বেশ
চলে হুড়োহুড়ি,
শীতের দুপুর বইমেলাতে
মজা করে ঘুরি।
বিদেশ থেকেও কত মানুষ
বইমেলাতে আসে,
রঙিন ছবি জড়িয়ে গায়ে
বইগুলো বেশ হাসে।
বইপ্রেমীরা বই হাতে বেশ
ঘুরছে মেলার মাঠে,
বইমেলার ঐ দিনগুলি বেশ
আনন্দেতে কাটে।

ভারত আমার দেশ

সারিউল ইসলাম

সবাই হঠাৎ বদলে গেল
শান্তি হলো শেষ,
কোন দেশেতে কি বা হলো
ভারত আমার দেশ।
মুর্শিদাবাদে জন্মেছিলাম
বড়ো হলাম সেখানে,
যখন আমি ছোট ছিলাম
মানুষ চিনলাম এখানে।
রং বদলায়, ঢং পাল্টাই
এলো গেল কত,
কখন আছে, কখন পালায়
দেখলাম শত শত।
ধর্ম ধর্ম করে দেখো
কর্ম হলো শেষ,
বলতে গেলে তোমার নামে
হবে বড়ো কেস।
কত কিছু ভেবেছিলাম
দেখছি আমি বেশ,
এই মাটিতে জন্মেছিলাম
ভারত আমার দেশ।

মধুর ধ্বনি

সাঈদুর রহমান

কী যে মধুর আযানের সুর
মনে লাগে দোলা,
বারে বারে শুনে শুনে
যায়না কভু ভোলা।

দূরের ঐ যে মিনার হতে
ভেসে আসে কানে,
কতটা যে ভালো লাগে
অন্তর্যামী জানে।

মিষ্টি মধুর ভাষায় গড়া
ঐ আযানের ধ্বনি,
যখন আসে মসজিদ হতে
কান পেতে তা শুনি।

অনুধাবন

মোঃ রহমত আলী

কারো মাথায় হাত ,
কারো পেটে ভাত ,
কার দোষে আর ,
কাকে ধরে বসেছে দরবার !
কারো শখের বিলাস ,
কারো কষ্টে নিবাস ,
কার জন্য এতো আর ,
বলো তাঁর কেনো দরকার ?
কারো জনম ফুটপাত ,
কারো'র সুখ আবাদ ,
কার দিকে ফিরে আর..
ভাগ্যে লেখা কার কী পরিণাম।
কারো স্বভাবে অভাব ,
কারো'র অভাবে আবাস ,
কার রূপে কার কী আভাস..
বিশ্বাসের অনুধাবনে জানলাম।

এইটুকু অধিকার পেলে

এম এ জিন্নাহ

একটি অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে
আমি কেবল জয় হতে চাই,
পার্ল হারবারের মতো অতর্কিত অভিযান চালিয়ে
কিংবা নৃশংস স্টালিনগ্রাদে বর্বরতা চালিয়ে নয়
কেবল তোমাকে ভালোবেসে অর্জন করতে চাই
ভালোবাসার শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্য ,
তোমাকে একান্ত ভালোবাসার এ অধিকারটুকু পেলে
সমস্ত আক্ষেপের উপর চাপিয়ে দিবো লোমহর্ষক নিষেধাজ্ঞা ,
যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে উত্তরকোরিয়ার নাগরিকদের উপর।

তোমাকে ভালোবাসার অধিকারটুকু পেলে
আমি নির্দ্বিধায় বিলুপ্ত ঘোষণা করে দিবো
আলোকসজ্জার বিলাসবহুল কোনো মহাদেশ ,
ইউরোপীয় পররাষ্ট্রনীতিতে শান্তি বার্তা চেয়ে
লিখবো অগণিত যতসব পত্র,
তবুও তোমাকে একান্ত করে ভালোবাসার অধিকারটুকুতে
আমি বিশুদ্ধতায় জয়ী হয়ে থাকতে চাই,
যেভাবে আরবে জয়ী হয়েছিলো
ইসলামের সুনিপুণ সৌন্দর্য।

প্রাণের নেতাজি

সুজন সাজু

যার ছিল স্বপ্ন আকাশ সমান চূড়া,
একটি স্বাধীন পতাকা পতপতে উড়া।
পৃথিবীর বুকেতে
সম্মানে সুখেতে
বাঁচতে লড়াই করেছিল জীবনের ঝুঁকে।
মেধা আর প্রজ্ঞায় দিয়েছো আলোর সন্ধান,
জাতিকে করেছিলে তুমি যে পণ দান।
শক্তি সাহস তূর্য
আনবে দীপ্ত সূর্য
কখনো তো কোনো কিছু করলে না গুহ্য।
তাই তো তুমি আছো আজো হৃদয় মধ্যে,
শিল্পীর তুলিতে আর গান কবিতা পদ্যে।
রবে যশ কীর্তিতে
গৌরবের ভিত্তিতে
প্রাণের নেতাজি তুমি কর্মের হিত হিতে।

মহামেডানকে গোলের মালা পরাল মোহনবাগান

মোহনবাগান-৪(শুভাশীষ ২,মনবীর ২)।
মহামেডান-০

মোস্তাফিজুর রহমান ● কলকাতা

আপনজন: আন্দ্রে চের্নিশভ বোধহয় সত্যিই দূরদর্শী কোচ।তা নাহলে কেন মোহনবাগান ম্যাচের আগে একপ্রকার গা ঢাকা দেবেন। আসলে তিনি হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, এই দল নিয়ে মোহনবাগানের সাথে লড়া লজ্জার নামান্তর।

হলও তাই। একের পর এক গোল করে মহামেডানকে নিয়ে একপ্রকার ছেলেখেলা করলেন মোলিনার ছেলেরা।শনিবার সন্ধ্যায় যুবভারতীতে একেবারে চার চারখানা গোলে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিল সবুজ মেরুন ব্রিগেড।

এমনিতেই চরম ডামাডোলে বিধ্বস্ত মহামেডান ম্যাচের ৪৩ মিনিটের মধ্যে শুভাশীষের জোড়া গোল আর মনবীরের একটাতে ৩-০ পিছিয়ে পড়ে। গোদের উপর বিষফোঁড়া কাসিমভের অবিবেচকের মতো রেড কার্ড, যা আরও খাদে ঠেলে দেয় মহামেডানকে।

যদিও দ্বিতীয়ার্ধে মহামেডানকে হালকা নিয়ে নিজের দলের পরীক্ষানিরীক্ষা সেরে নেন মোহন কোচ হোসে মোলিনা। তাই মাত্র আর একটা গোল দ্বিতীয় অর্ধে হজম করে সাদাকালো ব্রিগেড।শেষ গোলটিও মনবীরের।

মহামেডানকে নিয়ে বলার মতো কিছু নেই নেগেটিভ ছাড়া।নবাগত মার্ক আন্দ্রেও কিছু করতে পারেননি।

এত বড় ব্যবধানে আগে কখনো হারেনি শ্রীলঙ্কা

আপনজন ডেস্ক: বৃষ্টি হলো না আজ। শ্রীলঙ্কাও তাই বাঁচতে পারল না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে বৃষ্টির কল্যাণেই গল টেস্ট চার দিনে গড়িয়েছিল। কিন্তু আজ আর বৃষ্টি হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার স্পিনারদের সামনে শ্রীলঙ্কার উইকেটও পড়েছে টপাটপ। সারা দিনে দুই ইনিংস মিলিয়ে ১৫ উইকেট হারিয়েছে ধনাঞ্জয়া ডি সিলভার দল। আর তাতেই সিরিজের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইনিংস ও ২৪২ রানে হেরে গেছে শ্রীলঙ্কা।

টেস্টে এটি অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম জয়। শ্রীলঙ্কায় এ নিয়ে নয়টি টেস্ট জিতল অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে টেস্টে এটি শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে বড় হার।

প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কা গুটিয়ে গিয়েছিল ১৬৫ রানে। ফলে অস্ট্রেলিয়া পেয়ে যায় ৪৮৯ রানের লিড, টেস্ট ইতিহাসেই অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে এর চেয়ে বড় লিড পেয়েছে মাত্র তিনবার।

ফলোঅনে পড়া শ্রীলঙ্কা দ্বিতীয় ইনিংসেও খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি, গুটিয়ে যায় মাত্র ২৪৭ রানে। গল টেস্ট দিয়ে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন হলো অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার ম্যাথু কুনেম্যানের। প্রায় ২ বছর পর টেস্ট দলে ফিরে দুই ইনিংস মিলিয়ে নিয়েছেন ৯ উইকেট। যদিও এই ম্যাচের মূল নায়ক অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার উসমান খাজা। ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি পেয়েছেন এই ওপেনার, করেছেন ২৩২ রান। মূলত তাঁর ডাবল সেঞ্চুরি, স্টিভ স্মিথ ও জশ ইংলিশের সেঞ্চুরিতে ভর করে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার তোলা ৬৭৪ রান এই টেস্টের গতিপথ ঠিক করে দিয়েছে। সেই গতিপথ পাল্টাতে শ্রীলঙ্কার কাউকেও খাজার মতো বড় ইনিংস খেলতে হতো। গলের উইকেটে নাথান লায়নদের সামনে পড়ে সেটা করতে পারেননি শ্রীলঙ্কার কোনো ব্যাটসম্যানই।

শ্রীলঙ্কা আজ দিন শুরু করেছিল ৫ উইকেটে ১৩৬ রান নিয়ে। ক্রিজে ছিলেন অভিজ্ঞ দিনেশ চান্ডিমাল (৬৩) ও কুশল মেন্ডিস (১০)। তবে আগের দিনের স্কোরের সঙ্গে আর মাত্র ৯ রান যোগ করতে পারেন চান্ডিমাল। ৭২ রানে সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে চান্ডিমাল আউট হলে শ্রীলঙ্কা আর যোগ করতে পারে মাত্র ৯ রান।

দ্বিতীয় ইনিংসেও সেই চান্ডিমাল দারুণ খেলছিলেন। ৬ রানেই দুই ওপেনারকে হারানোর পর চান্ডিমাল অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুসকে নিয়ে গড়েন ৬৯ রানের জুটি। যে জুটি ভাঙে চান্ডিমাল লায়নের বলে ৩১ রান করে ফিরে গেলে।

এরপর দলীয় ১১৪ রানে কামিন্দু মেন্ডিস (৩২) ও ম্যাথুস ৪১ রান করে আউট হলে বাকিটা স্রেফ আনুষ্ঠানিকতা হয়ে যায়। সেই আনুষ্ঠানিকতা কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়েছে শেষ দিকে শ্রীলঙ্কার স্পিনার জেফরি ভ্যান্ডারসের ৫৩ রানের ইনিংসে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
অস্ট্রেলিয়া: ৬৭৪/৬ (খাজা ২৩২, স্মিথ ১৪১, ইংলিশ ১০২; জয়াসুরিয়া ৩/১০৩, ভ্যান্ডারসে ৩/১৮২)
শ্রীলঙ্কা: ১৬৫ ও ২৪৭ (চান্ডিমাল ৩১, ম্যাথুস ৪১, ভ্যান্ডারসে ৫৩; কুনেম্যান ৪/৮৬, লায়ন ৪/৭৮)
ফল: অস্ট্রেলিয়া ইনিংস ও ২৪২ রানে জয়ী
ম্যাচসেরা: উসমান খাজা

কোহলি ম্যাজিক মিস করলেন ভক্তরা! কিন্তু রেলওয়েকে ইনিংসের ব্যবধানে হারাল দিল্লি

আপনজন ডেস্ক: রেলওয়ের বিরুদ্ধে একটি ইনিংসে এবং ১৯ রানে জয় পেয়েছে বিরাট কোহলির দিল্লী। এই ম্যাচে কোহলি মাত্র ৬ রানে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। প্রথমে ব্যাট করে রেলওয়ের ইনিংস মাত্র ২৪১ রানেই শেষ হয়ে যায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিল্লী তোলে ৩৭৪ রান। তাদের হয়ে সর্বাধিক ৯৯ রান করেন অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি।

এই ম্যাচে মোট ১৩৩ রানের লিড পায় দিল্লী। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে রেলওয়ে মাত্র ১১৪ রানেই অলআউট হয়ে যায়।

এই ম্যাচে শিবম শর্মা পাঁচ উইকেট নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে রেলওয়েকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেন। যদিও ৩০ রান করে অপরাজিত ছিলেন আয়ান চৌধুরী। উপেন্দ্র যাদব (১৯), করণ শর্মা (১৬) এবং বিবেক সিং (১২) দুই অঙ্কের রান করেন। উল্লেখ্য, প্রথম ইনিংসে উপেন্দ্র যাদবের (৯৫) রানের সুবাদে রেলওয়ে ২০০ রানের গন্ডি পেরোতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, করণ শর্মা ৫০ রান করেন।

তবে একেবারেই আশানুরূপ ইনিংস খেলতে পারেননি বিরাট। বাউন্ডারি দিয়ে শুরু করলেও সেই ইনিংস বেশিক্ষণ একেবারেই স্থায়ী হয়নি। ১৫টি বল খেলে কোহলিকে হিমাংশু সাংওয়ান ক্লিন বোল্ড করে দেন অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে। কোহলির অফ স্ট্যাম্পই কার্যত উড়ে যায়।

ওদিকে বাদোনির পাশাপাশি সুমিত মাতুর (৮৬) দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেন। প্রণব (৩৯), সনৎ সাংওয়ান (৩০) বেশ ভালো খেলেন। এক ইনিংসে জয় পেলেও কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারেনি দিল্লী। ৭ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট পেয়েছে দল। দুটি করে জয় এবং পরাজয়, সঙ্গে চারটি ড্র রয়েছে তাদের ঝুলিতে।

ইউনাইটেড, চেলসির মালিকদের হারিয়ে দ্য হান্ড্রেডে দল কিনলেন মাইক্রোসফট, গুগলের প্রধান নির্বাহীরা

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে দল কিনেছেন প্রযুক্তি দুনিয়ার দুই শীর্ষ নির্বাহী সত্য নাদেলা ও সুন্দর পিচাই। মাইক্রোসফট ও গুগলের প্রধান নির্বাহীকে নিয়ে গঠিত 'ক্রিকেট ইনভেস্টর হোল্ডিংস লিমিটেড' নামের একটি কনসোর্টিয়াম লন্ডন স্পিরিটের ৪৯ শতাংশ শেয়ার কিনেছে। এ জন্য কনসোর্টিয়ামটিকে খরচ করতে হচ্ছে সাড়ে ১৪ কোটি ব্রিটিশ পাউন্ড। যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২২০০ কোটি টাকা।

ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) কর্তৃক আয়োজিত নিলামে সিলিকন ভ্যালির কনসোর্টিয়াম জিতেছে ফুটবলের বড় বিনিয়োগকারীদের টপকে। বিবিসির খবরে বলা হয়, লন্ডন স্পিরিট কিনতে আগ্রহ দেখিয়েছিল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সহমালিক গ্লেজার ফ্যামিলি, চেলসির অন্যতম মালিক টড বোয়েলি এবং আইপিএলের দল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। ১০০ বলের ক্রিকেট নামে পরিচিত 'দ্য হান্ড্রেড' টুর্নামেন্টে আটটি দলেরই মূল মালিক ইসিবি। তবে লর্ডসভিত্তিক

লন্ডন স্পিরিটের মালিকানা ইসিবি এমসিসিকে (মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব) উপহার দিয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল বা আইসিসি গঠনের আগে বৈশ্বিক ক্রিকেটের কর্তৃপক্ষ ছিল এমসিসি, এখনো ক্রিকেটের আইন-বিধি প্রণয়নের কর্তৃপক্ষ সংস্থা এটি। দ্য হান্ড্রেডের দলগুলোর মালিকানা বিক্রিতে ধারাবাহিকভাবে নিলামের আয়োজন করছে ইসিবি। শুক্রবার দ্বিতীয় দিনের নিলামে প্রায় ৩০ কোটি মূল্যমানে লন্ডন স্পিরিটের ৪৯ শতাংশ কেনে পালো আলতো নেটওয়ার্কসের প্রধান নির্বাহী নিকেশ অরোরার নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম 'ক্রিকেট ইনভেস্টর হোল্ডিংস লিমিটেড'।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত অরোরার সঙ্গে গুগলের প্রধান নির্বাহী পিচাই, মাইক্রোসফটের প্রধান নির্বাহী নাদেলা, টাইমস ইন্টারনেটের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যন গজওয়ানি, অ্যাডোবির প্রধান নির্বাহী শান্তনু নারায়নসহ '১১ জন উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি' এই কনসোর্টিয়ামে আছেন বলে জানিয়েছে এমসিসি। লন্ডন স্পিরিটের ৫১ শতাংশ মালিকানা এমসিসিরই থাকছে।

'রাজপুত্র' নেইমারকে বরণ সান্তোসের

আপনজন ডেস্ক: 'দ্য প্রিন্স ইজ ব্যাক।'

নেইমারের ফেরা নিয়ে সান্তোসের মূল স্লোগান এটি। ভিলা বেলমিরোয় খুব বড় একটা ইলেকট্রনিক ব্যানারেও লেখা কথাটি। আর দর্শকদের হাতে ধরা ব্যানারেও যেটা বিক্রি হয়েছে ১০ রিয়ালে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রাফিতিও আঁকা হয়েছে স্টেডিয়ামের বাইরে–নেইমারের মাথায় মুকুট। সান্তোস শহরে এটা মোটেও ছোট কোনো বিষয় নয়। যে শহরে পেলেই শেষ কথা, সেখানে ফিরে এসেছেন রাজপুত্র, অন্য অর্থে নতুন 'রাজা'। নেইমার! কালো ক্যাপ, কালো গেঞ্জি পরা নেইমার ছয় মাসের চুক্তিপত্রে সইয়ের পরই আনুষ্ঠানিকভাবে সান্তোস শহর এবং ক্লাবটির রাজাই হয়ে গেলেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে 'দ্য প্রিন্স ইজ ব্যাক' নামে একটি ভিডিও ছেড়েছিল সান্তোস। এর আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে পেলের কণ্ঠস্বরে নেইমারকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে একটি ভিডিও ছাড়া হয়েছিল। সেটারই দ্বিতীয় সংস্করণে প্রয়াত কিংবদন্তির প্রতি নেইমারকে বলতে শোনা যায়, 'কিং পেলে, আপনার ইচ্ছা আমার জন্য নির্দেশ। সিংহাসন ও মুকুট আপনারই আছে। কারণ, আপনি চিরকালীন। কিন্তু পবিত্র ১০ নম্বর জার্সিটা পরা হবে সম্মানের, যেটা সান্তোস এবং এই পৃথিবীর জন্য অনেক কিছু। আপনার রেখে যাওয়া লিগ্যাসিকে সম্মান দিতে আমি সবকিছু করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

সান্তোস আয়োজনের কমতি রাখেনি। সবারই জানা ছিল, সৌদি আরবে আল হিলালের পাট চুকিয়ে শৈশবের ক্লাব ব্রাজিলের সান্তোসে ফিরছেন নেইমার। তাঁর জন্য স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে একটি কনসার্টও আয়োজন করেছিল ব্রাজিলের শীর্ষ লিগের ক্লাবটি। বৃষ্টির মধ্যেই ভিলা বেলমিরোর গ্যালারিতেও ঠাঁই নিয়েছিলেন প্রায় ২০ হাজার দর্শক। স্টেডিয়ামের বাইরেও ছিল ভিড়।

গতকাল রাতে প্রায় তিন ঘণ্টার এ অনুষ্ঠানে পা রাখার আগে ব্রাজিলের স্থানীয় সময় সকালে সাও পাওলোয় অবতরণ করে নেইমারের ব্যক্তিগত বিমান। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে হেলিকপ্টারে করে সান্তোসে ফিরেছেন ৩২ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। মাঠের মাঝে মঞ্চ সাজানোই ছিল। বৃষ্টির মধ্যেই মঞ্চে উঠেছেন নেইমার। দর্শকদের প্রতি হাত নেড়েছেন। ঘরের ছেলেকে দর্শকেরাও বরণ করেছেন স্লোগানসূচক অভ্যর্থনায়। মাটিতে মাথা ও হাত নুইয়ে নিজের বিখ্যাত গোল উদ্‌যাপন ভঙ্গিমার পর সান্তোসের মাটিতে চুমুও খেয়েছেন। 'নেইমার মিথ'-এর জন্ম তো ভিলা বেলমিরোর ওই মাটিতেই। নেইমার সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকতেই দর্শকেরা তাঁর পায়ে ড্রিবলিং দেখতে চেয়েছিলেন। উত্তরে নেইমার বলেছেন, 'আমি খুবই সুখি। এখানে দারুণ সময় কেটেছে। সামনে তেমন সময় আরও আছে। (ড্রিবল করতে) সাহসের অভাব হবে না।'

ভারতের '১২ জন' খেলার বিতর্কে মুখ খুললেন বোলিং কোচ মরকেল

আপনজন ডেস্ক: ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টি-টোয়েন্টি জয়ে গতকাল সিরিজ নিশ্চিত হয়েছে ভারতের। তবে এই ম্যাচের একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। অলরাউন্ডার শিবম দুবের বদলে বোলার হর্ষিত রানাকে ম্যাচের মাঝে কনকাশন সাব হিসেবে নামায় ভারত। তা নিয়েই মূলত বিতর্ক।

ভারতের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্ষোভ ঝেড়েছেন অ্যালিস্টার কুক, কেভিন পিটারসেনসহ ইংল্যান্ডের সাবেকরা। বিতর্কিত এ সিদ্ধান্তের পর প্রশ্ন উঠেছে– আসলে নিয়মটা কী ছিল? এবার ভারতের বোলিং কোচ মরনে মরকেল বুঝিয়ে দিলেন কোন নিয়মে হর্ষিতকে খেলিয়েছে ভারত।

মরকেল এই বিষয়টিকে বিতর্ক মানতে নারাজ। তিনি বলেন, 'আমি যতদূর জানি, ব্যাট করার পর সাজঘরে ফিরে শিবমের মাথায় ব্যথা শুরু হয়।

সে কারণে আমরা কনকাশন পরিবর্তন হিসেবে ম্যাচ রেফারির কাছে একটা নাম জমা দিই। ম্যাচ রেফারি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন- হর্ষিতকে খেলানো যাবে। সেটাই শেষ সিদ্ধান্ত।'

ব্যাটিং করার সময় জেমি ওভারটনের বল শিবমের হেলমেটে লাগে। ইনিংস শেষ করে সাজঘরে ফেরার পর মাথা ব্যথা শুরু হয় তার। যে কারণে কনকাশন সাব নামায় ভারত।

ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার কেভিন পিটারসেন ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় বলেছিলেন, 'শিবমের বদলি কখনো হর্ষিত হতে পারে না। বিশ্বের যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই এটাই বলবে। শিবম পেসার নয়।

কিন্তু হর্ষিত পুরোপুরি পেসার। এটা নিয়ে ম্যাচের পর কথা হবে।'

অথচ ভারতীয় দলে পেসার অলরাউন্ডার হিসেবে রমনদীপ সিংহ ছিলেন। তার পরেও হর্ষিতকে খেলানোয় বিতর্ক শুরু হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কনকাশন সাবের নিয়ম চালু হয় ২০১৯ সালে। আইসিসির প্লেয়িং কন্ডিশনের ১. ২. ৭. ৩ ধারায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, বদলি হিসেবে যে খেলোয়াড় নেওয়া হবে সেই খেলোয়াড়ের ভূমিকা আঘাত পাওয়া ক্রিকেটারের মতো (লাইক টু লাইক) হতে হবে। এই বদলিতে দল যেন অতিরিক্ত সুবিধা না পায়, সেই বিষয়ের কথা উল্লেখ করা আছে। এসব মিলে গেলেই ম্যাচ রেফারি অনুমোদন দেবেন।

আবার ১, ২, ৭, ৭ ধারায় বলা আছে, এ ক্ষেত্রে ম্যাচ রেফারির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। কোনো দলই আপিল করতে পারবে না। এই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি ছিলেন ভারতের সাবেক পেসার জাভাগাল শ্রীনাথ।

ম্যাচে ৩৪ বলে ৫৩ রানের সেরা ইনিংসটি খেলেন শিবম আর বোলিংয়ে সেরা তারই কনকাশন সাব হর্সিত রানা।

নবাবপুর প্রিমিয়ার লিগ সম্পন্ন

সেখ আব্দুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: হুগলি জেলার চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত নবাবপুরে সাড়ম্বরে নবাবপুর প্রিমিয়ার লিগ সম্পন্ন হয়ে গেল।আট দলীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয় এস এ আর কে একাদশ, রানার্স হয় আকসা জুয়েলার্স। উপস্থিত ছিলেন চন্ডীতলা বিধানসভার বিধায়িকা স্বাতী খন্দকার, চন্ডীতলা থানার পুলিশ আধিকারিক, নবাবপুর, ভগবতীপুর ও কুমিরমোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান, সদস্য সদস্যবৃন্দ সহ অন্যান্য গুনীজন ব্যক্তিরা।এই ক্রীড়া উৎসবকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো।ম্যান অব দি সিরিজ নির্বাচিত হন সেখ শারুফ, ম্যান অব দি ম্যাচ নির্বাচিত হন বিকি পোদ্দার। সেকলেন মোল্লা,আবিদ,সারুখ দক্ষতার সঙ্গে সুনিপূণ ভাবে এই প্রিমিয়ার লিগ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন। উপস্থিত অতিথিরা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সুচারুভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষক সামসুল আলম মল্লিক ও বিনয় রায়।

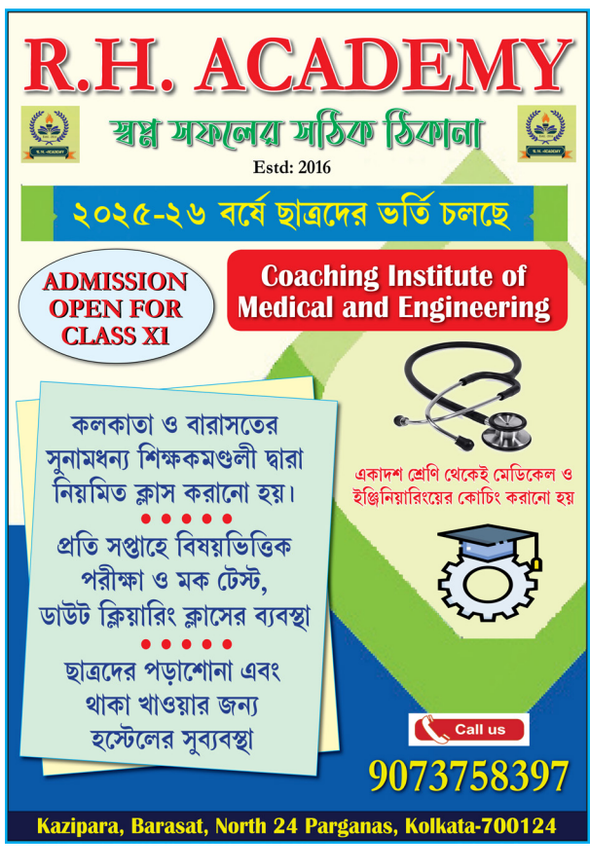

মৈত্রী মডেল মিশন ও মুকুল শিশু একাডেমির বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: মুকুল শিশু একাডেমী ও মৈত্রী মডেল মিশন অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা । অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্কুল ও মিশনের পতাকা উত্তোলন এবং পায়রা ওড়ানোর মাধ্যমে । অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বসিরহাট ২ ব্লকের বিডিও সৌমিত্র প্রতিম প্রধান ও মালতিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শাহনওয়াজ আলম। স্বাগত ও ভাষণ দেন মুকুল শিশু একাডেমী ও মৈত্রী মডেল মিশনের প্রধান শিক্ষিকা নাফিসা শামীম। এ দিন শিক্ষার্থীদের পিটি প্রদর্শনী ও যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতা দর্শকদের নজর কাড়ো ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস ও বিধায়ক হুমায়ুন কবির, সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, আমার আশা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোশারফ মোল্লা, 'আপনজন' সাংবাদিক এম মেহেদী সানি প্রমুখ।

জলঙ্গিতে এবি কাপ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হল

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী ব্লকের দক্ষিণ জোন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ এর নেতৃত্বে এই প্রথম জলঙ্গীর মহাবিদ্যালয়ের মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় এ বি কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর শুভ উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী শাওনী সিংহ রায়,ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ন কবির, ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ সহ ব্লকের একঝাঁক জনপ্রতিনিধি ও দলীয় নেতা কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও পতাকা উত্তোলন করে খেলার শুভ উদ্বোধন করলেন শনিবার দুপুরে জলঙ্গী মহাবিদ্যালয় মাঠে।

এদিনের খেলায় মাঠে খেলা প্রেমীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো,শনিবার খেলার শুরু হলো আজ অর্থাৎ রবিবার ফাইনাল খেলা হবে । খেলার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন দুই জোনের ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ ও আমজাদ আলী খান,প্রদেশ যুব তৃণমূলের সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম রকি,ব্লক যুব সভাপতি সালাউদ্দিন সরকার লিটন,জেলা কমিটির সদস্য তুহিন হোসেন,আদম রসূল মন্ডল,ঘোষপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফিরোজ আলী সহ একাধিক নেতৃত্ব গণ। এবি কাপ নিয়ে প্রাক্তন জেলা তৃণমূলের সভানেত্রী বলেন আমাদের দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর অনুপ্রেরণায় এত সুন্দর একটা খেলার উদ্বোধনে আসতে পেরে অনেক খুশি ও ভালো লাগছে,ব্লকের দুই সভাপতি খুব ভালো ভাবে কাজ করছেন বলেও তিনি জানান।একিই ভাবে ভড়তপুরের বিধায়ক হুমায়ন কবির

বলেন জলঙ্গী শুরু করলো আমরা শেষ করবো আমাদের নেতার নামের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট,খেলা ধুলা খুব ভালো যুব সমাজকে মোবাইল গেম থেকে ফিরিয়ে আনতে হলে খেলায় একমাত্র মাধ্যম,খুব ভালো লাগলো খেয়া দেখে।ব্লক সভাপতি মাসুম আলী আহমেদ বলেন আমরা শুধু আমাদের নেতার নামে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট নয় এর পর সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টাও করবো আগামীতে। এদিন খেলার শুরু হলো আগামী ২ রা ফেব্রুয়ারি রবিবার দুপুরে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে সকল কে খেলা দেখার আহ্বান করছি ভালো খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**